রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর (২০১৯-২০২০)

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

সেপ্টেম্বর/২০২০

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা.....১

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা.....১

১.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহ.....২

১.৩ অর্থবছর ২০২০-২১ এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি.....২

অধ্যায় ২. সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ..... ৩

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ..... ৩

২.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ.....৫

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission).....৭

৩.১ রূপকল্প (Vision).....৭

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission).....৭

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ.....৮

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল.....৮

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর.....৮

মেয়র, সংরক্ষিতআসনেরকাউন্সিলরও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগনেরনামওমোবাইলনম্বর:-.....৮

৫. বাজেট ও অর্থ১০

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী..... ১০

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ.....১৩

অধ্যায়৬. অবকাঠামোউন্নয়ন..... ১৫

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববতী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজসমূহ..... ১৫

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন –সম্পর্কিত অর্জন সমূহ..... ১৭

অধ্যায়-৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ..... ১৯

৭.১ সচিবের দপ্তর..... ১৯

৭.২ রাজস্ব বিভাগ..... ১৯

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ.....২০

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ..... ২১

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ..... ২২

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি.....২৩

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ.....২৬

৮.১ লক্ষিত কাজ সমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল.....২৬

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ).....৩৪

৯. কর্পোরেশন এবংকমিটিরসভা.....৩৬

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা..... ৩৬

৯.২স্থায়ী কমিটির সভা.....৫৩

১০. নাগরিকসম্পৃক্তকরণ ৬৬

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা.....৬৬

১০.২সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএসসিসি) সভা ৭০

(জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০).....৭০

১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি.....৭০

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম.....৭০

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার.....৭১

ফটোগ্যালারিঃ ৭৩

নোট: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের নির্দেশিকার সংগে সংযুক্ত একটি ফরমেট অনুসরণ করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুয়ায়ী সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) সিটি কর্পোরেশনের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ নথিভুক্ত করা (২) নাগরিকদের সাথে তথ্য শেয়ার করা এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা ।

শব্দসংক্ষেপন ও ব্যাখ্যা

নোট: প্রয়োজনীয় অন্যান্য শব্দসংক্ষেপন

	English	Bangla	
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APA	Annual Performance Agreement	এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
BDT	Bangladesh Taka	বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
CC	City Corporation	সিসি	সিটি কর্পোরেশন
C4C	Project for Capacity Development of City Corporations (of LGD assisted by JICA)	সিফরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের সংক্ষিপ্তরূপ)
CLCC	City Level Coordination Committee	সিএলসিসি	নগর সমন্বয় কমিটি
FY	Fiscal (Financial) Year	অব	অর্থবছর
GRO	Grievance Redress Officer	জিআরও	অভিযোগ প্রতিকার কর্মকর্তা
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
IDP	Infrastructure Development Plan	আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা
WLCC	Ward Level Coordination Committee	ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা

সিটি কর্পোরেশন সংবিধিবদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারাবাহিকতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি বসবাসযোগ্য, আধুনিক এবং নিরাপদ মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য আমি সবসময়ই নগরবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িক উসকানী, জঙ্গীবাদ, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির মোকাবেলা করে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সার্বিক সহযোগিতায়উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনকে সম্পৃক্ত করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান, ড্রেন নির্মান, বৃক্ষরোপন, জলাধার নির্মান, পানি শোধনাগার স্থাপন, মা ও শিশুর জন্য নগর স্বাস্থ্য ও মাতৃসদন স্থাপন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের আলোকে নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন হিসেবে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সুবিধা / সেবা সমূহ স্বল্প সময়ে নাগরিকদের নিকট পৌছানো নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্নধরনের কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করেছি এবং আরও অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি যা বাস্তবায়নাধীন। রংপুর মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে, পরিকল্পিত নগরায়নে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আন্তরিকতা এবং সহযোগিতায় দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন বিশেষত নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০২১ ও ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা রংপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে অত্র কর্পোরেশন যুগোপযোগী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

নগরবাসীর সার্বিক কল্যানে ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আমরা সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছি।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় জনগনের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনেক। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় যেমন ঢাকা, খুলনা, রাজশাহীর মতো সত্যিকার অর্থে সংগাঠনিক ও প্রশাসনিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন উন্নীত হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রকৌশল বিভাগ, হিসাব বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করার চেষ্টা চলছে। সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম বা সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরী বিধিমালা এখনও অনুমোদন হয়নি, মাষ্টারপ্লান হয়নি, ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে। যার ফলে সুদূরপ্রসারি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংস্থার প্রতিটি বিভাগে আমুল পরিবর্তন এনে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও পেশাদারিত্বের ভূমিকায় এনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক কল্যানে আরো বেশী কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে সকল অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও শক্তিশালী নেতৃত্বে আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে বিশ্বের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনগনের নিরাপদ বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। নাগরিক সেবা প্রদান ও পরিচ্ছন্ন, বসবাস উপযোগী আধুনিক মহানগরী হিসাবে রংপুরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

রংপুরকে একটি অত্যাধুনিক নগরে পরিনত করার জন্য আমার সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি এলাকা তথা কর্পোরেশনে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অতিরিক্ত কোন প্রকার ট্যাক্স আরোপ করা হয়নি বরং ট্যাক্স কার্যক্রমকে জনগণের সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডকে গতিশীল করার জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিভাগকে কম্পিউটারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে নগরবাসীর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

১.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহঃ

- ❖ নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরন ও জনগনের দোড়গোড়ায় নাগরিক সেবা পৌছানোর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ❖ নতুন কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ৭০ কি.মি. ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ ৫ কিঃমিঃ এবং রাস্তা মেরামত ৬২ কিঃমিঃ।
- ❖ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১০০ মিঃ
- ❖ ড্রেন নির্মাণ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ৪০ কিঃমিঃ ও মেরামত ৮ কিঃমিঃ
- ❖ কলাবাড়ী গোদা শিমলা মৌজায় ১৪.৫০ একর জমিতে নতুন ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ পাবলিক টয়লেট ৫টি
- ❖ নলকুপ স্থাপন ৪০ টি
- ❖ পানির পাইপ সম্প্রসারণ ৪০ কিঃমিঃ
- ❖ উৎপাদক নলকুপ ৮টি
- ❖ সড়ক বাতি সম্প্রসারণ ৩০ কিঃমিঃ
- ❖ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট চালু করা হয়েছে।
- ❖ শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে।
- ❖ ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে
- ❖ ঘাস ও জঙ্গল কাটার জন্য তিনটি হোন্ডা কোম্পানীর ১০০ সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংযোজন
- ❖ মশক নিধনের জন্য ০৬ টি ফগার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের চলমান এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	বিস্তারিত	মন্তব্য
০১	জীবাণুনাশক স্প্রে	নিজস্ব ট্রাক, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের পানিবাহী গাড়ীর মাধ্যমে নগর জুড়ে তথা প্রতিটি ওয়ার্ডে, বাজার এলাকাসমূহে, বাস টার্মিনাল, সকল রাস্তা, ফুটপাথসমূহ, অলি-গলিসমূহএবং জনসমাগম হয় এমন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সকল কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
০২	হাত ধোয়া কার্যক্রম	সিটি কর্পোরেশন এলাকার সুবিধাজনক স্থানে তথা নগর ভবনের প্রবেশদ্বারে, সিটি বাজার, ধাপ বাজার, লালবাগ হাট, মাহিগঞ্জ বাজার, বুড়িরহাট-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণের হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় লিকুইড/হাতধোয়া সাবান এবং হাত জীবানুমুক্ত করার জন্য স্যানিটাইজার রাখা হয়েছে।	
০৩	প্রচারণা	করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক প্রচারণা মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
০৪	সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা	রংপুর জেলা প্রশাসন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর যৌথ উদ্যোগে এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের নের্তৃত্বে ওয়ার্ডভিত্তিক গঠিত তদারকি টিমের মাধ্যমে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	
০৫	হোম কোয়ারেন্টাইন ও লক ডাউন	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সম্প্রতি বিদেশ ফেরৎ কোন ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেইন্টাইনে থাকা এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দকে জনসমুখে না আসার জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক কাউন্সিলরের নের্তৃত্বে গঠিত তদারকি কমিটি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বাড়ীতে অবস্থান বিষয়ক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। এছাড়াও করোনা পজিটিভ ব্যক্তিগণের বাড়ী লকডাউন করা ও তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।	
০৬	কন্ট্রোল রুম স্থাপন	করোনা প্রতিরোধে এবং যে কোন প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।	

		হট-লাইন নম্বর হলো- ০১৭৩৩৩-৯০১৫০	
০৭	হাসপাতাল এবং যন্ত্রপাতি	সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ রংপুর সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত বঙ্গবন্ধু হাসপাতালটি রাখা হয়েছে। নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৪টি, ১২ জন ডাক্তার, প্যারামেডিক ১২ জন, নার্স ৪ জন, FWV ৪ জন, এ্যাম্বুলেন্স ৩ টি ও বেড ১০ টি সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
০৮	মাস্ক, ব্লিচিং পাউডার এবং জীবানুনাশক সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম	প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে মাস্ক, ব্লিচিং পাউডার, জীবাণুনাশক সামগ্রী তথা স্যাভলন, সাবান ইত্যাদি বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
০৯	প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (LIUPC)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৪৬,০৩,৫০০ টাকা প্রতিজনের মাঝে ১৫০০ টাকা করে মোট ৩,০৬৯ জন পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সাবান বিতরণ ১,১৮,০০০ টি, হ্যান্ড ওয়াশিং ডিভাইস স্থাপন ২৩৫ টি স্থাপন করা হয়।	
১০	ব্রাক	ব্রাক হতে মোট ৪,৭৩৩ টি অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের মাঝে মোট ৭১,০০,০০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করে (প্রতিজনের মাঝে ১৫০০ টাকা করে), এছারাও ব্রাক ৪০,০০০ সাবান বিতরণ করেছে।	
১১	স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত করোনায় সাসপেক্টেড ব্যক্তির স্যাম্পল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কালেকশন টিমের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের ডাক্তারের মাধ্যমে জনসাধারনকে করোনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান এবং স্বাস্থবার্তা প্রচার করা হচ্ছে।	
১২	হাট-বাজার স্থানান্তর	রংপুরের সর্ববৃহৎ সিটি বাজারের সবজী বাজারটি টাউন হল মাঠে স্থানান্তর করে ক্রেতা এবং ব্যবসায়ী গনের সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও TCB ও OMS এর বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।	
১৩	ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল	রংপুর মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ডেডিকেটেড (Dedicated) করোনা হাসপাতালে সিটি কর্পোরেশনের লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ী ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া বারো হ্যাজার্ড ব্যাগ, ডাস্টবিন প্রদান করা হয়। এছাড়াও হাসপাতালে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।	

……

১.৩ অর্থবছর ২০২০-২১ এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
- সংস্থাপন বিভাগকে শক্তিশালী করনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের মাধ্যমে জনসাধারনের সকল প্রকার নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং সকল বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করণ ও সমন্বয় সাধন।
- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরন এবং অনলাইন কম্পিউটার সিস্টেম চালুকরন।
- স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজডকরণ ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১ টি সিটি হাসপাতাল স্থাপন।
- পরিকল্পিত নগরায়ন ও ইমারত নক্সা অনুমোদন প্রদান
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নগর ভবন নির্মাণ এবং পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক ও ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ ।
- নগরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে যানজট পরিহার করে বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের উপর দিয়ে নগরবাসীর পায়ে হাটা পথ, চলাচলের বিকল্প রাস্তা ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এছাড়া যানজট নিরসনের জন্য শহরের অভ্যন্তরে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা তৈরীর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার সাথে সাথে অবৈধ ফুটপাত দখলদার উচ্ছেদ সহ নগরীর রোড ডিভাইডার সমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শহরস্থ চিকলীর বিলে- এ শিশু পার্ক, ওয়াটার পার্ক সহ ১টি থীম পার্ক স্থাপন।
- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের জন্য "e-governence"- সিস্টেমের ব্যবস্থাপনায় অফিস অটোমেশন চালু করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখাকে কম্পিউটারায়ন করা। এবং এম.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আরো জোরদার করা।
- পরিবেশ দূষন রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- নাগরিকদের যাতায়াত ও এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে রাস্তা, ড্রেন, কালভাট নির্মাণ।
- নির্মান সামগ্রী পরীক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক মান সম্পন্ন ল্যাব স্থাপন।
- নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহে পানি শোধনাগার নির্মাণ।
- নিম্নবিত্ত শ্রেনি/বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বহুতল বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মাণ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী করা এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় বেকারত্ব দূরীকরণ।
- "রংপুর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন" তথা মাস্টার প্ল্যান এর বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র আবাসিক ভবন, মার্কেট, বাজার, শিল্প কারখানা স্থাপন রোধ।
- যাতায়াতের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি সার্ভিস চালু করা।
- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণশৌচাগার নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিকল্পিত নিরাপদ শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা।
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

অধ্যায় ২. এক নজরে সিটি কর্পোরেশন

এক নজরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন

১। প্রতিষ্ঠাকাল	সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাল ২৮/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২। ওয়ার্ড সংখ্যা	পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ১ মে ১৮৬৯ ইং সাল (ক) শ্রেণীতে উন্নীত করণের তাং ২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি। (মৌজা ১১২ টি, মহল্লা ৪৪২ টি)
৩। আয়তন	২০৫.৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
৪। জনসংখ্যা	প্রায় ৭৯৬৫৫৬ জন, (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪ জন), শিক্ষিতেরহার ৬৫%*ভোটার সংখ্যা= ৩,৫৮,০০০ জন (প্রায়)
৫। হোল্ডিং সংখ্যা	৫১১৬৩ টি। সরকারী ৪৫৮ টি। বেসরকারী ৫০,৭০৫ টি।
৬। মোট রাস্তা	১৪২৭.২৫ কিঃ মিঃ (নতুন ও পুরাতন) *পাকা রাস্তা ৩৮২.২৫ কিঃমিঃ *এইচ.বি , ০৩ মিঃ,*আর.সি.সি২৩ কিঃমিঃ *কাঁচা রাস্তা ৭২২ কিঃ মিঃ
৭। ড্রেনের পরিমান	১৬৫.০০ কিঃমিঃ
৮। ব্রীজের পরিমান	১২৫ টি।
৯। কালভার্টের সংখ্যা	১১১৫টি।
১০। পানি সংক্রান্ত তথ্য	মোট গৃহসংযোগ ৪৮৩৮ টি। (সরকারী ৮২ টি, আবাসিক ৪৭৫৬ টি) *গভীর নলকুপের সংখ্যা ১১টি (০৯ টি বর্তমানে চালু) *আয়কর বিমুক্তিকরণ প্লান্ট ৩টি। (২ টি চালু) *উচ্চ জলাধারের সংখ্যা ৫টি (বর্তমানে চালু ২ টি) *পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৫৭.৫ কিঃমিঃ
১১। মার্কেট / হাট	১৫ টি।(ক) পুরাতন এলাকাঃ ১.লালবাগ হাট ২.সিটি বাজার ৩.সীতানাত বণিক বিপনী বিতান ৪.ধাপ বাজার ৫.সাতমাথা মাহিগঞ্জ মার্কেট ৬.নবাবগঞ্জ মার্কেট৭.মাহিগঞ্জ বাজার ৮.কেল্লাবন্দ মার্কেট (নির্মাণাধীন) ৯.কামারপাড়া বাজার (খ) সম্প্রসারিত এলাকাঃ ১.পান্ডার দিঘী ২.হাজীরহাট ৩.চওড়ারহাট ৪.সাহেবগঞ্জ হাট ৫.চান্দকুটি হাট ৬.খলিসাকুটি হাট ৭.নিশবেতগঞ্জ ৮.নজিরেরহাট ৯.কেরানীরহাট ১০.চক ইসবপুরহাট ১১.বুড়িরহাট ১২.গোলাগঞ্জহাট ১৩.মনোহরহাট ১৪.শুকানচকিহাট ১৫.ভুরারঘাট হাট।
১২। কোচ/বাস/ট্রাক স্টান্ড	৪ টি। (১) ঢাকা কোচ স্টান্ড (২) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল (৩) ট্রাক স্টান্ড (৪) পীরগাছাবাস স্টান্ড।
১৩। বিল	৩ টি। (১) চিকলী (২) নাছনিয়া (৩) কুকরুল।
১৪। কসাইখানা	২ টি। (গণেশপুর আর কে রোডের ধারে ও পাটবাড়ি, মাহিগঞ্জ)।
১৫। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত	বিদ্যালয় সংখ্যা ১৭ টি। *উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি *স্যাটেলাইট স্কুল ৩টি *সিজিপি কতৃক পরিচালিত স্কুল ১০ টি।
১৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	কলেজ ২৮ টি *হাই স্কুল ৫৪টি *মাদ্রাসা ২৪০ টি *কিন্ডার গার্ডেন ১৪০ টি
১৭। সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন হাসপাতাল	৫টি *বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মাহিগঞ্জ *জুম্মপাড়া *সাতমাথা *এরশাদনগর *সম্মানীপুর।
১৮। যানবাহন	৪৮ টি *জীপ গাড়ি ৪টি (অকেজো ২টি) *পিক-আপ ৬টি *গার্বেজ ট্রাক ২৫ টি (অকেজো ৩টি)*রোড রোলার ৫টি *ভাইব্রেটরী রোলার২ টি *হুইল লোডার১টি *এ্যাম্বুলেন্স২ টি *মটর সাইকেল৩১ টি *ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ২ টি *হাইড্রোলিক বিমলিফটার ৪ টি
১৯। সাইকেল স্ট্যান্ড	০৩ টি *সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড *লালবাগ হাট সাইকেল স্ট্যান্ড *সীতানাথ বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড
২০। পুকুর	০২টি (১) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পুকুর (২) রাধাবল্লভ অফিস সংলগ্ন পুকুর।
২১। খোয়াড়	৪২ টি।
২২। রিক্সা/ভ্যানগাড়ি	২১,০০০ টি।

২৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন হাসপাতাল/ক্লিনিক	*সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৩ টি *বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৪ টি, *ক্লিনিক কাম ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ১৮৬টি
২৪। সড়কবাতির সংখ্যা	১৫,০০০ (প্রায়)
২৫। বস্তির সংখ্যা	৫৭ টি।
২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ১১১৪টি*কবরস্থান ৯৮৪টি*এতিমখানা ২৬টি *শ্মশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ২১৩টি *চার্চ ০২টি
২৭। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা	১০১৮১ টি।
২৮। ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৫৬ টি, ডাম্পিং স্থান ০১টি (নাছনিয়া বিল সংলগ্ন)
২৯। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কবরস্থান সমূহ	৬টি *মুন্সিপাড়া*নুরপুর *লালবাগ *মিস্ত্রিপাড়া *তাজহাট *মাহিগঞ্জ ৬টি
৩০। চিত্তবিনোদন কেন্দ্র	১০১৮১ টি।
৩৩। সিনেমা হল	*সিনেমা হল ৩টি
৩৪। পার্ক	পার্ক ৩টি
৩৫। পাবলিক টয়লেট	১৩টি *নবাবগঞ্জ বাজার *কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল *ঠিকাদারপাড়া, ষ্টেশন রোড, রংপুর। *কেরামতিয়া মসজিদ সংলগ্ন *ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড *মাহিগঞ্জ বাজার *সিটি বাজার *ট্রাক টার্মিনাল *সাতমাথা মাহিগঞ্জ *মেডিকেল মোড় *শাপলা চত্বর *পায়রা চত্বর *ধাপ বাজার

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রংপুর জেলা। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক কালোত্তীর্ণ মহিমায় আর বর্ণিল দীপ্তিতে ভাস্বর, মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট মনোরম স্থান, অপার সম্ভাবনায় ভরপুর রংপুর জেলা। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রংপুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত রংপুরের ইতিহাস খুবই বৈচিত্রময়। প্রাচীন ইতিহাসে ১৪০০ খ্রিঃ দিকে রংপুর বার্মা ডায়নেষ্টিক অব কিংডম হিসাবে সুপরিচিত ছিল। পরে পাল এবং সেন শাসকেরা রংপুর শাসন করেছেন। নিকট অতীতের ইতিহাসে রংপুর মোঘল শাসনকর্তা আকবর এর নির্দেশে রাজা মান সিংহ এর দ্বারা ১৫৭৫ সালে শাসিত হয়। কিন্তু ইহা খুব অল্প সময় যেমন ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত। পরে ইহা মোঘল শাসনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তারপর মোঘল সরকারের নির্দেশে ঘোড়ার ঘাট সরকার কর্তৃক রংপুর শাসিত হয়। ১৮৫০ সালের দিকে মোঘল সরকারের আঞ্চলিক কার্যালয় হয় মাহিগঞ্জ।

ব্রিটিশ সরকারের সময় কালেক্টরেট স্থাপিত হয় ১৭৬৯ সালে এবং যা ১৭৭২ সাল হতে কাজ শুরু করে। এই কালেক্টরেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেভিনিউ সংগ্রহ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের মে মাসে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব মূহর্ত পর্যন্ত প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিল্প যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল রংপুর। ১৯৮৬ সালে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নতি লাভ করে। ২০১০ সালে বিভাগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের গুরুত্ব আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ২৮ জুন রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পাশ দিয়ে প্রাচীনতম ঘাঘট নদী প্রবাহিত হয় এবং শ্যামাসুন্দরী ও কেডি ক্যানেল নামে দু'টি খাল রংপুর শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেক ছোট ছোট শিল্প ও কল কারখানা রংপুর শহরের ভিতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০.০০ লক্ষ। রংপুর সিটি কর্পোরেশন (সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট), ২০০৯ এর প্রজ্ঞাপন নং- ২৪৭- আইন/২০১২ তারিখ ২৮/০৬/২০১২ মূলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটারের রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয় প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ই জি গ্লোজিয়ার। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ডিমলার জমিদার রাজা জানকীবল্লভ সেন রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও অ্যাডভোকেট মাহাতাব উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা অপিল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এমপি শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, কাজী মোঃ জুননুন পর্যায়ক্রমে একাধিকবার এ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবশেষ পৌর চেয়ারম্যান ছিলেন একেএম আব্দুর রউফ মানিক।১৮৯২ সালে জমিদারের দানকৃত বাগানবাড়ির জমিতে গড়ে তোলা হয় রংপুর পৌর ভবন। ১৯৮৬ সালে রংপুর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এ পৌরসভাকে তখন ৫০ দশমিক ৫৬ বর্গকিলোমিটারে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের রংপুরের স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং দেশের দশম সিটি

করপোরেশন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে রংপুর সদরের ১০টি, কাউনিয়া সারাই ও পীরগাছার কল্যাণীসহ ১২টি ইউনিয়ন মিলে ১১২টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭টি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও ৫টি আংশিক রয়েছে। তবে ক্যান্টনমেন্টকে সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৩টি। রংপুর সিটি করপোরেশনে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয় ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। এবং দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন হয় গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে।

নগরের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতীয়/ আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বৃহত্তর রংপুর এলাকায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সমনপদ না থাকলেও পীরগঞ্জের খালাশীপীরে কয়লা এবং মিঠাপুকুরের রাণীপুকুরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। নদী মাতৃক দেশের বৃহত্তর অংশ হিসাবে রংপুর জেলায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নাম জানা ও অজানা অসংখ্য ছোট বড় নদী। এ এলাকায় কৃষি ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে এসব নদীর ভুমিকা অনস্বীকার্য । বৃহত্তর রংপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা, ব্রহ্মপূত্র, যুমনা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমার, প্রভৃতি নদী। রংপুরের নদ-নদীর আয়তন ৫শ ২৩ দশমিক ৬২ কিলোমিটার বা ৩শ ২ বর্গমাইল। এরমধ্যে তিস্তা রংপুর অঞ্চলের প্রধান নদী। এ নদী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিস্তা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। তিস্তা নদীর দুটি ব্যারেজ একটি ভারতের গজলডোবায়, অন্যটি বাংলাদেশের দোয়া নীড়ে। বুড়ি তিস্তা, ঘাঘট, মানাস, ধাইজান ইত্যাদি তিস্তার শাখা নদী ছিলো কিন্তু ধীরে ধীরে উৎস নদী থেকে এগুলো পৃথক হয়ে গেছে। এছাড়া ঘাঘটতিস্তার একটি শাখা নদী। ঘাঘট পূর্বে খুব গুরুত্বপূর্ন নদী ছিল এবং শহরটি এর তীরেই অবস্থিত।

নগরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

সমতল ভূমির এ অঞ্চল দেশের খাদ্য ভান্ডার বলে পরিচিত। ধান, পাট, তামাক , রেশম , প্রাকৃতিক নীল , সবজি উৎপাদনে এ অঞ্চলের খ্যাতি বিশ্ব জুরে। নদীপথ সচল থাকায় দেশ বিদেশের ব্যবসা- বানিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল দেশের ৫টি পুরাতন জেলার অন্যতম রংপুর। ভূমিকম্পে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ , নদী ভাংগন , খরা –বন্যা , ফসল উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি , কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া , আধুনিক কৃষি উৎপাদনে সক্ষমতার অভাব , শিক্ষা , চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্যে পশ্চাৎপদতা এই অঞ্চলে দেখা দেয় নানা টানা পাড়েন । সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক ও সরকারী নানা বৈষম্যের কারণে খাদ্য উদ্বৃত্ত রংপুর অঞ্চলের মানুষ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা হারায় ।

ফলে দারিদ্রতা , আশ্বিন কার্তিক ও চৈত্র – বৈশাখে কাজ- খাদ্যের অভাব , নগদ অর্থের সংকট বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে মংগা নামের অভিশাপ । শুরু হয় আর্থিক ও সামাজিক নানা সংকট । জমি হারিয়ে ধিরে ধিরে উচ্চবিত্ত কৃষক মধ্যবিত্ত , মধ্যবিত্ত কৃষক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক বিত্তহীণ দিনমজুরে পরিনত হতে থাকে । আর শিল্প ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন না হওয়ায় কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রতা কমেনি । বরং দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে দারিদ্রের হার শতকরা দশভাগ বেশি । আর বহির্গমনের হার দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম । অর্থাৎ দেশের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে ১১ ভাগ হলেও রংপুল অঞ্চলে তা শতকরা ১ ভাগেরও কম । আশার কথা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে । দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, চিত্তবিনোদন, বৈচিত্রময় কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানা সাফল্যে ফিরে পাচ্ছে হারানো গৌরব।

রংপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন

রংপুরে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর জিলা স্কুল , ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী দেশে ৪টি স্থাপনার একটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ বৃটিশ স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন প্রত্নসম্পদ, মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন মাওলানা কেরামত আলী মসজিদ , ইন্দো-স্যাসানিয় স্থাপত্য শৈলীর রংপুর টাউন হল দেশে এই ভবনও মাত্র ৪টি , ১৯১৮ সালে বৃটিশ গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেলের প্রচেষ্টায় তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের শেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ কারমাইকেল কলেজ । এখানে রয়েছে ক্যান্সার নিরসনের ঔষধি গাছ কাইজেলিয়া যা উপমহাদেশে বিরল। তাজহাট জমিদারবাড়ি বর্তমানে রংপুর যাদুঘর । সুদুর পাঞ্জাব থেকে গোপাল লাল এর পূর্বপুরূষ রংপুরের মাহিগঞ্জে টুপি বা তাজে হীরা – মানিক , জহরত সংযুক্ত করে ব্যবসা করায় স্থানটি তাজহাট নাম হয় ।

অনেক অর্থবৃত্তের অধিকারী এই ব্যবসায়ী জমিদারী পত্তন নেয়ায় তাজহাট জমিদার নামে সুপরিচিত হন । তিনি দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদ নির্মান করেন যা আজও পর্যটকদের মোহিত করে । বর্তমানে যা যাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখায় তাজহাট রাজার নামে জিএল রায় হোস্টেল , ক্রীড়া ও আথর্- সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গোবিন্দ লাল গোল্ডকাপ ও জিএল রায় রোড স্মৃতি বহন করে। এ ছাড়া ডিমলার রাজা জানকি বল্লব সেন যিনি প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়ে নিজ বাগান বাড়িতে প্রতিষ্টিত করেন রংপুর পৌরসভা যেখানে এখন সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত , যিনি মাতা

শ্যামাসুন্দরীর নামে নগরকে জলাবদ্ধতা ও পীড়ার আকর থেকে রক্ষা করতে শ্যামাসুন্দরী খাল কেটে চির অমর হয়েছেন । এ ছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিষদ , বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ – যেখানে গড়ে ওঠেছে স্মৃতিকেন্দ্র। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর স্মৃতি বিজড়িত খাসবাগ , বখতিয়ারপুর , শতরঞ্চি শিল্প ও ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনের নিশবেতগঞ্জ, টেপা , বামনডাঙ্গা , মস্থনা জমিদারবাড়ি , ডিমলা কালি মন্দির , ধর্মসভা , পীরগঞ্জে রাজা নীলাম্বরের কাঁটাদুয়ার , নূরুলদীনের জন্মভূমি মিঠাপুকুরের ফুলচৌকি ,পীরগাছার ইটাকুমারী রাজবাড়ি- ১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহের সূতিকাগার , কল্যাণীর নন্দীগঞ্জ, নাপাইচন্ডি -দেবীচৌধুরাণীর সাথে বৃটিশ যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুস্থান ,কাউনিয়ার ভূতছড়ায় বৃটিশের সাথে যুদ্ধ ও দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় শিবু কুন্ঠিরাম, হারাগাছের ধুমনদী যেথানে পরিখা খুড়ে অবস্থান ও যুদ্ধপরিচালনা করেছেন ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সেই ঐতিহাসিক ধুমেরকুঠি অন্যদা নগরের সন্ন্যাসীর মঠ, উলিপুরের বজড়া, ডালিয়া-দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প , পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর,তিস্তা সড়ক সেতু,সিটি চিকলীপার্ক,ঘাঘট নদীর উপর বিনোদন পার্ক প্রয়াস, এসব স্থানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুললে পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে । বিভাগীয় ষ্টেডিয়াম,অডিটরিয়াম,শহীদ মিনার,মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স,সুইমিং পুল,চিত্তবিনোদনের পার্ক, প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল,কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল,২য় বিসিক শিল্প নগরী,আইটি পার্ক ও কৃষি যন্ত্রাংশের কারখানা এবং সার ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব।

নগরের প্রধান শিল্প ও বানিজ্য এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

কৃষিনির্ভর রংপুর অঞ্চল উদ্বৃত্ত ফসল ও সমতল উর্বর ভূমির জন্য সুপ্রসিদ্ধ । ধান, পাট, তামাক , রেশম প্রভৃতি অর্থকরি ফসলের জন্য প্রাচীন কাল থেকে রংপুর অঞ্চল সমৃদ্ধ। এখান থেকে ১৫০ কোটি টাকার উন্নত মানের বার্লি তামাক বিদেশে রপ্তানী হয় । তবে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত নিয়ন্ত্রণের কারনে তামাক চাষ কমছে । বাড়ছে আলুর চাষ । দেশের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন এলাকা হিসেবে ইতোমধ্যে রংপুরের সুনাম ছড়িয়েছে । তবে অপরিকল্পিত চাষ , চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি , ক্রেতা,সংরক্ষন ও বাজার সমস্যায় মূল্য বিপর্যয়ে কখনও রাস্তায় নামে কৃষক । যদিও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় কিন্তু স্থায়ী ভাবে এর সংরক্ষন এবং বহমূখী ব্যবহার বিশেষত আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে না ওঠায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা কাটেনি । হিমাগার শিল্প , ব্যবসায়ী ও চাষীরা এখনও রয়েছে ঝুঁকিতে । কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে লোকসান গুনলে উৎপাদনে তার প্রভাব পড়ে । মূলত এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যে পণ্যের মূল্য পায় সে দিকে ঝোঁকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে কৃষি গবেষনার অগ্রগতিতে স্বল্প জীবনকালের খরা-বন্যা সহিষ্ণু। বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে এক সময়ের মৌসুমি কর্মাভাব , খাদ্যাভাব ও মঙ্গার প্রকোপ তেমন না থাকলেও নদী ভাঙ্গন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সারা দেশের চেয়ে এখানে দারিদ্যের হার তুলনামূলক বেশি ও মাথা পিছু আয় কম ।

এ ছাড়া কৃষির প্রতি বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা , কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, শিল্পায়ন সমস্যা ,দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা নানা কারনে স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন সমন্বিত হচ্ছে না । যদিও খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে , অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরেও এ অঞ্চলের কৃষকের ভাগ্যের আশানারূপ পরিবর্তন ঘটে নি। বরং এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্তভোগী ফটকা বানিজ্যিক মোটাতাজাকরন অস্বাভাবিক হওয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য ও নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে । তবে অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিতকা হ্রাস ও কোন কোন ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও নতুন নতুন সম্ভাবনা রংপুর অঞ্চলকে আবারো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে । যেমন ৬০ বছর পরে হলেও রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ।অবশেষে ২০৩.১৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সিটি কর্পোরেশন হয়েছে । মেট্রোপলিটন সিটি গড়ার কাজও এগুচ্ছে । উদ্বৃত্ত ধান – চাল বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হচ্ছে , আলু ,সবজী , পাট, হাড়িভাঙ্গা আম ,প্রাকৃতিক নীল ডায়িং পণ্য ও শতরঞ্চি বিদেশে রপ্তানী বাড়ছে । ক্ষুদ্র পাটকল স্থাপনে কর্মসংস্থান বাড়ছে , পাটের সূতা , বস্তা , ব্যাগ সীমিত আকারে রপ্তানী হচ্ছে । বিদেশে পুরুষের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে নারী শ্রমিক বিদেশী কর্মসংস্থানে যোগ দেয়ায় রেমিটেন্স আয়ে কিছুটা হলেও সুযোগ তৈরী হয়েছে , দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা । গরূ মোটাতাজাকরণে নিরব বিপ্লব ঘটছে । তিস্তাসহ এ অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করায় বৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প অকার্যকর হওয়ায় নদীর নাব্যতা কমছে, কমছে ভূ গর্ভস্থ পানির স্তর, মাটিতে কমছে খনিজ পদার্থের হার। মাছ উৎপাদনে চাহিদার তুলনায় ঘাটতি বাড়লেও আমিষের চাহিদা পূরণে ক্ষুদ্র খামারীরা দুগ্ধ উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে । দেশের ৫০ ভাগ উৎপাদিত আমিষের ২৫ ভাগ চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে রংপুরের গাভী পালনকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। মশলা ও ডাল জাতীয় ফসল বহূমূখীকরণে কাগুজে পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ থাকলেও আশানারুপ বাস্তবায়ন না হলেও ফুল , আম, লিচু , বাউকূল , ভূট্রা ,হস্ত-কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদন বাড়ছে , বাড়ছে পরিবেশ সম্মত জৈব বালাই নাশকের ব্যবহারে বিষমুক্ত ফসলের চাষ ।বিভিন্ন নদী চরাঞ্চলে বাড়ছে ভুমিহীনদের কুমড়ো,তুলা ও নদীর পানিতে ভাসমান সজি চাষ। পুষ্টির জন্য জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষ,গঙ্গাচড়ার হাবু বেনারসী পল্লিতেও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গড়ে উঠছে ছোট ছোট মাছ ও পশু খাদ্যের মিল কারখানা। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নগরীর ৪ লেন সড়ক, তিস্তা সড়ক সেতু ও ২য় তিস্তা সেতু, ব্যাবসা বানিজ্য ও শিল্প প্রসারে আশার সৃষ্টি করেছে।

২.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• নতুন কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ৭০ কি.মি. ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ ৫ কিঃমিঃ এবং রাস্তা মেরামত ৬২ কিঃমিঃ। • ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১০০ মিঃ • ড্রেন নির্মাণ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ৪০ কিঃমিঃ ও মেরামত ৮ কিঃমিঃ • পাবলিক টয়লেট ৫টি • নলকুপ স্থাপন ৪০ টি • পানির পাইপ সম্প্রসারণ ৪০ কিঃমিঃ • উৎপাদক নলকুপ ৮টি • সড়ক বাতি সম্প্রসারণ ৩০ কিঃমিঃ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	**<u>২০১৯-২০২০ অর্জন</u>** ১। চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট চালু করা হয়েছে। ২। মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট চালু করা হয়েছে। ৩। জৈব কম্পোষ্ট প্লান্ট চালু করা হয়েছে। ৪। শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে। ৫। ক্রক্স প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে ৬। ওয়ার্ড নং ২১ এবং ২৪ কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল ওয়ার্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭। দৈনন্দিন সৃষ্ট বর্জ্যের ৭৫% বর্জ্য বর্তমানে অপসরণ করা হচ্ছে ৮। কলাবাড়ী গোদা শিমলা মৌজায় ১৪.৫০ একর জমিতে নতুন ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৯। ঘাস ও জঙ্গল কাটার জন্য তিনটি হোন্ডা কোম্পানীর ১০০সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংযোজন ১০। মশক নিধনের জন্য ০৬ টি ফগার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। **<u>২০২০-২০২১ পরিকল্পনা</u>** ১। ১৮,১৯ ও ২৯ নং ওয়ার্ডকে বর্জ্য ব্যবস্থপনার জন্য মডেল ওয়ার্ড গঠন। ২। রংপুর মহানগরবাসিকে একটি আধুনিক পরিবেশ বান্ধব ও পরিচ্ছন্ন নগরী উপহার দেয়া। ৩। শহরের পয়ঃ নিস্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ন শ্যামা সুন্দরী, কেডি ক্যানেলসহ নর্দমা সমুহ পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রাখা। ৪। দৈনন্দিন উৎপন্নের বর্জ্যের কালেকশনের মাত্রা ৯০% এ উন্নতি করন। ৫। মহানগরবাসির বর্জ্য সম্পর্কিত অভিযোগ মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালুকরন ৬। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগের প্রার্দূভাব প্রতিরোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৭। নগরির জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার ও সচল রাখার ফলে নগরবাসীগন তার সুবিধা ভোগ করছেন। নগরে মশক নিধন কার্যক্রম চলমান আছে।
জনস্বাস্থ্য	৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল = ২,৫২,৬৫৮ জন, কৃমির ট্যাবলেট ২,৬২,২৩৪ জন ছাত্র/ছাত্রীকে । স্যালাইন বিতরন ৪৯,৫৫৪ পিচ করা হয়েছে।
সমাজকল্যান,শিক্ষা ও সংস্কৃতি	সমাজ কল্যানঃ সিটি গভারন্যান্স প্রকল্প (সিজিপি),দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মসূচী (প্রাপ) প্রকল্পের মেয়াদ: ১লা জুলাই/২০১৪ থেকে ৩০শে জুন/২০২০ প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমান: ক)ক্ষুদ্র ঋন বাবদ: ৮৫ লক্ষ টাকা খ)ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ:২ কোটি ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা গ) প্রাপ ট্রেনিং এ্যাকটিভিটিস/ মাঠ কর্মিদের সম্মানি ভাতা ও অনান্য বাবদ:২ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪ শত ১৪ টাকা মোট: ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ১৪ টাকা সর্বমোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫শত টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১৫০০ জন ছাত্র ছাত্রীদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায়

	আনা হয়।(ছাত্র ছাত্রীদেরকে বিনামুল্যে বই,খাতা,কলম,স্কুলড্রেস,জুতা,মোজা,স্কুল ব্যাগ,পেন্সিল,রং পেন্সিল ও টিফিন প্রদান করা হয়)। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বেসরকারী স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১০টি বস্তির ৩০০০ সদস্যাদের মধ্যে ডায়াবেটিক পরীক্ষা,উচ্চ রক্তচাপ মাপা, গর্ভবতী ও গর্ভ পরবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিশোরীদরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন বিতরন করা হয়। এছাড়াও আয়বৃদ্ধি মুলক কর্মসূচীর (আই.জি.এ) আওতায় ৬০ জন সদস্যাকে দর্জি প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন প্রদান করা হয় এবং ৩০ জন সদস্যাকে বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ ও প্রসাধনী প্রদান করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	প্রশাসনিক কার্যক্রম উন্নতির লক্ষে ই-ফাইলিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে। কর্মীদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোটিভেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।
নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	নাগরিক সম্পৃক্তকরণ বিষয়টি চলমান রয়েছে এবং নাগরিক সেবা সহজীকরনের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচী অব্যাহত আছে।

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য(Mission)

৩.১ রূপকল্প (Vision)

ভিশনঃ দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব সুন্দর ও নিরাপদ মহানগরী।

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মিশনঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল

৩০ জুন ২০২০পর্যন্ত

বিভাগ	কর্মকর্তা/কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা				
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	চুক্তিভিত্তিক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	১	০	০	৪	০
সচিব-এর কার্যালয়	১	১	০	২	০
রাজস্ব	১	০	১২১	৯৯	০
হিসাব	২	০	৭	৪	০
প্রকৌশলী	৬	০	৬৪	২২	১৫
জনস্বাস্থ্য	১	০	৩৮	৫	০২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	০	৩০	৬৬৫ ঝাড়ুদার ও আয়া	০
মোট	১২	১	২৬০	৮০১	১৫
সর্বমোট	১০৮৯				

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগনের নাম ও মোবাইল নম্বর:-

ক্রমিকনং	নাম	ওয়ার্ড	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মেয়র রংপুরসিটিকর্পোরেশন	০১৭১২৬৯৫৩১৩
২	মোসাঃ নাছিমা আক্তার	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০১	০১৭১২৭২২৮৮৫
৩	মোঃ বিলকিস বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০২	০১৭৫০৪০০৯৫১
৪	মোছাঃ সুইটি বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৩	০১৯৯৪৯২০৭১৯
৫	মোছাঃ জামিলা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৪	০১৯১২৭০৭৪৭৬
৬	মোছাঃ শাহেদা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৫	০১৭৮৮১৭৫২৩৪
৭	মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৬	০১৯৩১৫৪৯৩০৩
৮	মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৭	০১৭১২২৫৪১০৬
৯	মোছাঃ হাসনাবানু	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৮	০১৭৬৭২৯৫৩৫০
১০	মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৯	০১৭২৩৩১৪৬৭৩
১১	মোছাঃফরিদাবেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ১০	০১৭১৬৫১০২৩৬
১২	মোছাঃ নাজমুন নাহার	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ১১	০১৭২৯১২১০৭১
১৩	মোঃ রফিকুলইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ০১	০১৯১৭২২২১১৮
১৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সাধারন ওয়ার্ড ০২	০১৭১৬৭৭৬৬৮৮
১৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ০৩	০১৭৭৩৩৬০১১৪
১৬	শ্রী হারাধন চন্দ্র রায়	সাধারন ওয়ার্ড ০৪	০১৭১৪৬৭৮৭৩৪
১৭	মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ০৫	০১৭৭৪৯২৬০৬৬
১৮	মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম লেবু	সাধারন ওয়ার্ড ০৬	০১৭১৮৬৪৪২৭৫
১৯	মোঃ মাহফুজার রহমান মাফু	সাধারন ওয়ার্ড ০৭	০১৭২২৮৭০১১০
২০	মোঃ মামুনার রশিদ	সাধারন ওয়ার্ড ০৮	০১৭৩৯৭৩০৩৫৫
২১	মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী	সাধারন ওয়ার্ড ০৯	০১৭১১০৭০৪১০
২২	মোঃ লাইকুর রহমান নাজু	সাধারন ওয়ার্ড ১০	০১৭২১৯৪৮০০৫
২৩	মোঃ জয়নুল আবেদীন	সাধারন ওয়ার্ড ১১	০১৭৬৩২১০১৯৫
২৪	মোঃ রবিউল আবেদীন (রতন)	সাধারন ওয়ার্ড ১২	০১৭১২০৯২৮৫৩
২৫	মোঃ ফজলে এলাহী	সাধারন ওয়ার্ড ১৩	০১৭২১৭৬৪৯৭৬

ক্রমিকনং	নাম	ওয়ার্ড	মোবাইলনম্বর
২৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম মিঠু	সাধারন ওয়ার্ড ১৪	০১৭২০৪৯৮১৫৭
২৭	মোঃ জাকারিয়া আলম	সাধারন ওয়ার্ড ১৫	০১৭৩৭৫৮৭৫৯১
২৮	মোঃ আমিনুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ১৬	০১৭১৪৯৬৬৩৭০
২৯	মোঃ আব্দুল গাফফার	সাধারন ওয়ার্ড ১৭	০১৭৩১৪৮১৩৮৮
৩০	মোঃ মুনতাছীর শামীম	সাধারন ওয়ার্ড ১৮	০১৭১২১৪৫০২৮
৩১	মোঃ মাহমুদুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ১৯	০১৭১৩২০২৫৬৪
৩২	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ২০	০১৭১৬০৯৭০১৯
৩৩	মোঃ মাহবুবার রহমান মঞ্জু	সাধারন ওয়ার্ড ২১	০১৭১২৯৪৯৩৭২
৩৪	মোঃ মিজুনুরর হমান মিজু	সাধারন ওয়ার্ড ২২	০১৭১৩৭৮৩৩০৩
৩৫	মোঃ সেকেন্দার আলী	সাধারন ওয়ার্ড ২৩	০১৯২৪৪১৯৩০৩
৩৬	মীর মোঃ জামাল উদ্দিন	সাধারন ওয়ার্ড ২৪	০১৭১৫৩৬১৫৬৮
৩৭	মোঃ নুরুন্নবী ফুলু	সাধারন ওয়ার্ড ২৫	০১৭১২৫৩০১৯৮
৩৮	মোঃ সাইফুল ইসলাম ফুলু	সাধারন ওয়ার্ড ২৬	০১৭১২৯১২৪৫৯
৩৯	হারুন-অর রশীদ	সাধারন ওয়ার্ড ২৭	০১৭৬০৭৪০৪০০
৪০	মোঃ রহমতুল্লা বাবলা	সাধারন ওয়ার্ড ২৮	০১৭৪০০৯০৪৮৮
৪১	মোঃ মুক্তার হোসেন	সাধারন ওয়ার্ড ২৯	০১৭১৯২৪৬৭৯৬
৪২	মোঃ মালেক নিয়াজ আরজু	সাধারন ওয়ার্ড ৩০	০১৭১৮৪৮৪২৫৬
৪৩	মোঃ সামছুল হক	সাধারন ওয়ার্ড ৩১	০১৭৭০৬৩০২৫৫
৪৪	মোঃ মাহাবুব মোর্শেদ	সাধারন ওয়ার্ড ৩২	০১৭১০২৯২৯৫৭
৪৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ৩৩	০১৭২০৩৯৯৫৫০

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী

(১) প্রাপ্তি / আয়

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০১৯-২০২০			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৬০৫১৯১.০০	৪৯৩২৩৪.৩৬	৮১.৫০০৬১০৫৫	৮১%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৮৭৮৫০০০.০০	১৭৮০৫৪৩.৬৬	২০.২৬৭৯৯৮৪১	২০%
মোট প্রাপ্তি	৯৩৯০১৯১.০০	২২৭৩৭৭৮.০২	২৪.২১৪৩৯৫৮৫	২৪%

	অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (ক/খ X ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) প্রাপ্তি <পানিসহ>	৪২১০৭৭.৬১	৪১২৫৬২.৭২	৯৭.৯৭৭৮৩৩৫৯	৯৭%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৪৫০০০০০	১৩৪৭১২৭	২৯.৯৩৬১৫৫৫৬	২৯%
মোট প্রাপ্তি	৪৯২১০৭৭.৬১	১৭৫৯৬৮৯.৭২	৩৫.৭৫৮২১৯২২	৩৫%

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০১৯-২০২০			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত-(আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত-(আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	৪৫৮২৯০	৪৪৯২৪৭.৫১	৯৮.০২৬৯০৬৫৪	৯৮%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৮৮৩৫০০	২১৭০১৩৬.৮১	২৪৫.৬২৯৫২০১	২৪৫%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	১৩৪১৭৯০	২৬১৯৩৮৪.৩২	১৯৫.২১৫৬৬৮৬	১৯৫%

	অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (ক/খ X১০০)	প্রকৃত অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	৪৬২৯৬৪	২৬৬৬৬৬৬.৬	৫৭.৫৯৯৮৫৬৫৮	৫৭%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৪৫২৫৫০৭.৮৮	১১১৮৪৯১.১৮	২৪.৭১৫২৬৩১২	২৪%
মোট পরিশোধ	৪৯৮৮৪৭১.৮৮	১৩৮৫১৫৭.৭৮	২৭.৭৬৭১৭৬২৭	২৭%

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

	অর্থবছর ২০১৮-২০১৯	অর্থ বছর ২০১৯-২০২০		
	প্রকৃত	বাজেট চাহিদা (আ)	প্রকৃত (অ)	সংগ্রহের হার অ/আ X ১০০%
ভুমি ও ইমারতের উপর ট্যাক্স (.....৭%)	২৪৮৭৫.০০	৩৫০৭০.০০	৩৪২৪৮.৪৫	৯৭.৬৫%
কনজারভেন্সি রেইট (.....৭%)	২৪৮৭৫.০০	৩৫০৭০.০০	৩৪২৪৮.৪৫	৯৭.৬৫%
সড়কবাতি রেইট (.....৩%)	১০৬৬০.৭১	১৫০৩০.০০	১৪৬৭৭.৯১	৯৭.৬৫%
পানি সরবরাহ রেইট (.....৩%)	১০৬৬০.৭১	১৫০৩০.০০	১৪৬৭৭.৯১	৯৭.৬৫%
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (.....২০%)	৭১০৩১.৪৩	১০০২০০.০০	৯৭৮৫২.৭৪	৯৭.৬৫%

(২) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০২০			২০১৯-২০২০ অর্থবছর শেষে বকেয়া
	প্রকৃত	বাজেট (চাহিদা)(আ)	প্রকৃত (অ)	দক্ষতা অ/আ X ১০০ (%)	
১৬	৬৭৮৩.৫০	৯৫৬৯.১০	৯৩৪৪.৯৩	৯৭.৬৫	২২৪.১৭
১৭	৭১০৩.১৪	১০০২০.০০	৯৭৮৫.২৭	৯৭.৬৫	২৩৪.৭৩
১৮	৪৯৭২.২০	৭০১৪.০০	৬৮৪৯.৬৯	৯৭.৬৫	১৬৪.৩১
১৯	৫৫০৪.৯৩	৭৭৬৫.৫০	৭৫৮৩.৫৮	৯৭.৬৫	১৮১.৯২
২০	৪৩৩২.৯১	৬১১২.২০	৫৯৬৯.০০	৯৭.৬৫	১৪৩.২০
২১	৪৩৬৮.৪৩	৬১৬২.৩০	৬০১৭.৯৪	৯৭.৬৫	১৪৪.৩৬
২২	৫৬১১.৪৮	৭৯১৫.৮০	৭৭৩০.৩৬	৯৭.৬৫	১৮৫.৪৪
২৩	৪৫৪৬.০০	৬৪১২.৮০	৬২৬২.৫৭	৯৭.৬৫	১৫০.২৩
২৪	৪৪৭৪.৯৮	৬৩১২.৬০	৬১৬৪.৭২	৯৭.৬৫	১৪৭.৮৮
২৫	৪১১৯.৮২	৫৮১১.৬০	৫৬৭৫.৪৫	৯৭.৬৫	১৩৬.১৫
২৬	৩৮৩৫.৬৯	৫৪১০.৮০	৫২৮৪.০০	৯৭.৬৫	১২৬.৮০
২৭	৪৭৯৪.৬২	৬৭৬৩.৫০	৬৬০৫.০০	৯৭.৬৫	১৫৮.৫০
২৮	৪২৬১.৮৮	৬০১২.০০	৫৮৭১.১৬	৯৭.৬৫	১৪০.৮৪
২৯	৩১৯৬.৪১	৪৫০৯.০০	৪৪০৩.৩৭	৯৭.৬৫	১০৫.৬৩
৩০	৩১২৫.৩৮	৪৪০৮.৮০	৪৩০৫.৫২	৯৭.৬৫	১০৩.২৮
মোট=	৭১০৩১.৪৩	১০০২০০.০০	৯৭৮৫২.৭৪	৯৭.৬৫%	২৩৪৭.২৬

(৩) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপঃ

১	আর্থিক বছরের শুরুতেই ০৭ জুলাই এর মধ্যে ১০% রিবেট সুবিধাসহ বিল প্রিন্ট করে ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে গ্রাহকদের নিকট হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল শতভাগ পৌছানা নিশ্চিত করা।
২	নভেম্বর মাসের শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া/খেলাপি ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহকে বকেয়ার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে তাগাদা নোটিশ, চুড়ান্ত নোটিশ এবং প্রযোজনে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা।
৩	জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ৩য় কিস্তির বিল প্রিন্ট করে ১৫ ই মার্চের মধ্যে গ্রহকদের নিকট হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল শতভাগ পৌছানো নিশ্চিত করা।
৪	এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ৪র্থ কিস্তির বিল প্রিন্ট করে ১৫ জুনের মধ্যে গ্রাহকদের নিকট শতভাগ হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল পৌছানো নিশ্চিত করা।

৫	প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকে ত্রৈমাসিক কর মেলার আয়োজন করা (অগ্রীম ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া)

অধ্যায় ৬. অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজ সমূহঃ

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধান মেরামত কাজ সমুহ

(এককঃ হাজার টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গ্রহন করা হয়েছে (হ্যাঁ / না)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অর্থের উৎস	২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে অগ্রগতি (%)	
						ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ							
পরিবহন							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	হ্যাঁ	৭৭০০০০.০	৭৩১৪৩০.০	জিওবি/জাইকা/	১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	হ্যাঁ	৬০০০০০.০	৫৪০০০০.০	জিওবি/জাইকা/	১	ড্রেন নির্মাণ
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	১৬৪৪০.০	১৫৬১৮.০	জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১০০%	১০০%
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
পরিবহন							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	৩৭৩৮৯৩.০	৩৫১৪৬০.০	জিওবি/জাইকা/	১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	২৪৪৮০.০	২৩০১১.২	জিওবি/জাইকা/	১	ড্রেন মেরামত
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৫০০০০.০	৪৭৫০০.০	জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১০০%	১০০%

(২) **পূর্ববর্তী অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধান মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ**

(এককঃ হাজার টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গ্রহন করা হয়েছে (হ্যাঁ / না)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অর্থের উৎস	২০১৮-১৯অর্থবছর শেষে অগ্রগতি (%)	
						ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ							
পরিবহন							
১	**কাঁচা রাস্তা পাকাকরন**	**হ্যাঁ**	৭১০৭১০.০	৬৭৫১৭৪.৫০	**জিওবি/জাইকা / বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	হ্যাঁ	৪৮২১০০.০০	৪৩৩৮৯০.০০	**জিওবি/জাইকা / বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	৮২২০.০০	৭৮০৯.০০	**জিওবি/নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
পরিবহন							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	৩৩১৬৮.০০	৩১১৭.৭৯২	**নিজস্ব তহবিল/ বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	১৫৩০০.০০	১৪৩৮২.০০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৫০০০০.০০	৪৭৫০০.০০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রধান মেরামত কাজসমূহ							
পরিবহন							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	হ্যাঁ	৬৫০০০০.০০	৬১৭৫০০.০০	**জিওবি/জাইকা**	**১০০%**	**১০০%**

					/ বিশ্বব্যাংক		
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	হ্যাঁ	৬১৬০০০.০০	৫৮৫২০০.০০	**জিওবি/জাইকা / বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	১৪৪০০.০০	১২৯৬০.০০	**জিওবি/নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
পরিবহন							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	৩৩০০০০.০০	৩১৩৫০০.০০	**নিজস্ব তহবিল/ বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	২২৪০০.০০	২১২৮০.০০	**জিওবি/ নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৮০০০.০০	৭৬০০.০০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জন সমূহ

	২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা	১৪২৭.০০ কিঃমিঃ	১৪২৭.০০ কিঃমিঃ	-
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	৯৫৯.৬৭ কিঃমিঃ	১০২৯.৬৭ কিঃমিঃ	৭০ কিঃমিঃ
সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট)	২৭.০০ কিঃমিঃ	২৯.০০ কিঃমিঃ	২.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কংক্রিট)	৩৩.০০ কিঃমিঃ	৩৮.০০ কিঃমিঃ	৫.০০ কিঃমিঃ
ড্রেন			
ব্রিক (ইটের)	২২.৫০ কিঃমিঃ	২২.৫০ কিঃমিঃ	-
আরসিসি	২৯৫.৫৩ কিঃমিঃ	৩৩৫.৫৩ কিঃমিঃ	৪০.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা	৮৩.৪৭ কিঃমিঃ	৮৩.৪৭ কিঃমিঃ	-
খাল	২৩.৫০ কিঃমিঃ	২৩.৫০ কিঃমিঃ	-
ব্রীজ/সেতু			
মোট (সংখ্যা)	১১৮.০ টি	১২৬.০ টি	৮.০ টি

মোট দৈর্ঘ্য	৩৫০০.০ মিঃ	৩৬০০.০ মিঃ	১০০.০ মিঃ
কালভার্ট			
মোট (সংখ্যা)	১১১৯.০ টি	১১৩৪.০ টি	১৫.০ টি
গণশৌচাগার			
মোট (সংখ্যা)	১৮.০ টি	১৮.০ টি	-
জেন্ডারভিত্তিক গণশৌচাগারের সংখ্যা	-	-	-

অধ্যায় ৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার,/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গাগুলিতে ট্র্যাফিক কর্মীদের নিযুক্ত করা
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআই এসসি)	• নাগরিকদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা সরবরাহ করা • অভিযোগ গ্রহণ
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা • বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পনসর করা

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
সাধারণের বাজার	সাধারনের বাজারে খালি জায়গার পরিমান	------	------
যানজট নিয়ন্ত্রণ	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	১০ জন	১৭ জন
সংস্কৃতি ও খেলাধূলা বিষয়ক	অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০৮ টি	০৬ টি
	অনুষ্ঠিত স্পন্সরকৃত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০১ টি	০১ টি
অনধিকার প্রবেশ	সাধারনের জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান সরিয়ে নেয়ার সংখ্যা	-----	বাজারগুলিতে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে সিটি বাজারের প্রবেশদ্বারে প্রায় ৫০-৬০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১. যানযট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে সিটি বাজারের প্রবেশদ্বারে প্রায় ৫০-৬০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৭.২রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	১০৩৩৩ টি ট্রেড লাইসন্স প্রদান করা হয়েছে।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	৫২৪০ টি অটো (টমটম) গাড়ী, ৩০০০ টি ব্যাটারী চালিত রিক্সার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
সাধারনের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার,/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	০৪ টি

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	২৬২২ টি	২৮০৭ টি
	নবায়নক্রত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৭৬৩৭ টি	৭৫২৬ টি
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	মোটর বিহীন গাড়ীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	৮০০০ টি	৮২৪০ টি
সাধারণের বাজার	খালি জায়গার পরিমান	…..	…..
গণশৌচাগার	নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৮ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)	০৮ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)
	নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৮ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)	০৮ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	২০১৮-২০১৯ এ ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ছিল ১০২৫৯ টি এবং ২০১৯-২০২০ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১০৩৩৩ টিতে । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৭৭ টি ট্রেড লাইসেন্স বেশি হয়েছে।
২.	২০১৮-২০১৯ এ অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স হয়েছে ৮০০০ টি এবং ২০১৯-২০২০ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৮২৪০ টিতে ।২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ২৪০ টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৩প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট ৬২টি কিলোমিটার রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা হয়েছে।
নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট ৮ কিলোমিটার ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০ টি (১০০ মিটার)
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫৬ কিলোমিটার
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০৩ টি এবং নতুন ০২ টি
জনসাধারণের অংশ / বিনোদনের স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০১ টি পার্ক/উন্মুক্ত স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা তৈরি ও রক্ষাবেক্ষণ	----
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	সম্প্রসারিত পানির পাইপলাইন ৪০ কি:মি ও মেরামত ০৭ কি:মি: উৎপাদক নলকূপ-৮টি, মেরামত ০৬ টি
ভবন নিয়ন্ত্রণ	নতুন ১০ টি
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	----

প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবাসমূহ অধ্যায় ৬ এ বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক এবং অর্জন**		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	..... টি	.....টি ভবন অনুমোদন করা হয়েছে।
অস্বাস্থ্যকর / ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	৩৩টি	৩৩টি অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	রাস্তা ড্রেণ, কালভার্ট, ব্রীজ, সড়ক বাতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় Covid-19 এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত কম নির্মাণ তথা বাস্তবায়ন হয়েছে।
২.	উৎপাদক নলকুপ এবং পানির লাইন সম্প্রসারণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে।

৭.৪বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	কর্পোরেশনের আওতাধীন মোট ৫ টি বাজার এবং শহর এলাকার ৩৩ টি ওয়ার্ডভূক্ত ২২ টন গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	৩৩ টি ওয়ার্ডের আনুমানিক ৮২ টি রাস্তা ও রাস্তার পাশের ড্রেন পরিস্কার রাখতে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫২ টন হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।
গনশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	৫টি গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন ও মনিটরিং করা হয়েছে
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক এবং অর্জন**		
	সূচক	**অর্থবছর ২০১৮/২০১৯**	**অর্থবছর ২০১৯-২০২০**
বর্জ্যব্যবস্থাপনা	সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	২০৫০০ টন	২২৫০০ টন
হাসপাতাল বর্জ্য	সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	২৫০ টন	৩০০ টন
রাস্তা ও নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	১২০ কি:মি	১৫০ কি:মি
	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	০৬ কি:মি	১০ কি:মি
গণশৌচাগার	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট	৮টি	৮টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	বর্তমানে বর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য ১৮,১৯ এবং ২৯ নং ওয়ার্ডকে মডেল ওয়ার্ড হিসাবে গঠন করা হয়েছে।
৩.	ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গাল পরিস্কার ও মশক নিধন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তুলনামূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	মোট ৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ৩৪৭৪৭ জনের এবং মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে ১৩০৮ জনের।
করোনাকালীন রক্তের নমুনা পরীক্ষা	করোনাকালীন মোট ৮১৯২ জন ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
নিরাপদ খাদ্য	নগরের হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারী দোকানপাটের ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ষ্ট্যান্ডার্ড চেকলিষ্ট অনুযায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্রান্য খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং ও পরিদর্শণ করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেক আপ	সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৯৮ টি প্রাইমারী স্কুলের ১,৩১,১১৭. জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	মোট ৩৩টি অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং ভবনের মালিকগণকে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০২১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
ইপিআই টিকা	টিকা দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা	৪২১৮৭জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।	মোট ৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	নিবন্ধনের সংখ্যা	৩৮৩৮৯ জন	জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ৩৪৭৪৭ জনের এবং মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে ১৩০৮ জনের
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৫০ টি	২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯ নং ওয়ার্ডের মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারীর দোকানে মনিটরিং করা হয়েছে।
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৭৫ টি	১৯ নং ওয়ার্ডের মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারীর দোকানে পরিদর্শন করা হয়েছে।
মেডিক্যাল চেকআপ	মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২,৭০১১৮ জন	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রাইমারী স্কুলের মোট ১,৩১,১১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি:মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	১৫৫ বর্গ কি:মি	সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩৩ টি ওয়ার্ডে ১৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মশক নিধনে স্প্রে করা হয়েছে।
কসাইখানা	মোট কসাইখানা পরিদর্শনের সংখ্যা	০৪ টি	০৪ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

১.	
২.	
৩.	

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) প্রধান সেবাসমূহ

প্রধান সেবাসমূহ	বিবরণ
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	এরকম কোন আশ্রয় কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না, তবে এতিম ও বিধবাদের ০৩ মাস অন্তর- ৩,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়।
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দু:স্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা;	৯০ জন
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি তথা অববিহতকরণ সভা পরিচালনা করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা	সূচক ও অর্জনসমূহ		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	নি:স্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহ করার সংখ্যা	৭৪ জন	৯০ জন
পাঠাগার	ব্যবহারকারীর সংখ্যা	....	১৬ জন (শুধুমাত্র দাপ্তরিক)
দু:স্থদের জন্য সহায়তা	উপকারভোগীর সংখ্যা	----	২৭০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ০৩ মাস অন্তর- ৩,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	পূর্ববর্তী বছরে তথা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এতিম ও বিধবাদের কোন টাকা দেয়া হতো না কিন্তু ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এতিম ও বিধবাদের ৩ মাস অন্তর ৩০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়।
২.	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৯০ জন নি:স্ব ব্যক্তি এবং বেওয়ারিশ ব্যক্তির মৃতদেহ দাফন ও দাহ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ জন
৩.	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তথা অবহিতকরণ সভা পরিচালনা হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ

৮.১ লক্ষিত কাজসমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

(১.১) কার্য প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

নর্দমা মনিটরিং বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ২০১৯-২০২০

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	৮. পানিসরবরাহ
	কার্যাবলী -২	নর্দমা
	কার্যাবলী-৩	৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা

৩. নর্দমা সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজন অফিসার/ CISC -কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. নর্দমার বিষয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরিচ্ছন্নকর্মীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কনজারভেন্সী বিভাগে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা

৫. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা

৬. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা

৭.কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা (স্কুল,মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব, সিবিওস ইত্যাদি বছরে দু'বার)

৮. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা করা

৯. স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা

১০. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় নর্দমা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা

১১. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) তার ত্রৈমাসিক সভায় অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

১২. এ আর সি'র অন্তত দুটো সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা

১৩. সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা

১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া।

উদ্দেশ্য:নর্দমা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. (১। সম্পূর্ণরুপে বদ্ধ ২। মাঝে মাঝে বদ্ধ ৩। পানি প্রবহমান ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিস্কার।	১-১ সমস্ত নর্দমার সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে থাকবে।	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার ৮০%	২-১: ৮০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।	

(১.২) রাস্তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা অর্থবছর-২০১৯-২০২০

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং এর ব্যবস্থাপনা
	কার্যাবলী -৩	১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা

৩. রাস্তা এবং ডাস্টবিন পরিস্কার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য "সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান" কর্মসূচির আয়োজন করা বছরে দুইবার +(স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি)

৭. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করা

৮. স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা

৯. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় রাস্তা ও ডাস্টবিন পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা

১০. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে) এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় জমা দিতে হবে

১১. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং কনজারভেন্সী বিভাগকে অবহিত করবে

১২. এ আর সি'র ত্রৈমাসিক সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা

১৩. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া

উদ্দেশ্য: রাস্তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫।খুব পরিষ্কার	১-১ সমস্ত রাস্তা সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে রাখা	১-১ রাস্তা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার	২-১৯০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং জনসাধারণ হতে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ সমূহ অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তার (অনিক) যতদ্রুত সম্ভব নিস্পত্তি করা হয়।

(১.৩) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

গণশৌচাগার বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর- ২০১৯-২০২০

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	পায়খানা ও প্রস্রাব খানা
	কার্যাবলী-৩	১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাব খানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

[মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা]

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং নাগরিকদেরকে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. লক্ষিত গণশৌচাগার এর নামফলক ও ক্রমিক নাম্বার দেয়া

৩. গণ শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য "সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান" কর্মসূচির আয়োজন করা (স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি বছরে দুইবার)

৭. কমিউনিটি/ডব্লিউএলসিসি তাদের ত্রৈমাসিক সভায় পাবলিক টয়লেট এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং কনজারভেন্সী বিভাকে রিপোর্ট করবে

৮. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ এবং কাজের রেকর্ড মনিটর করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

৯. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং সে অনুযায়ী কনজারভেন্সী বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

১০. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তার ত্রৈমাসিক সভায় কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে

১১. কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়নের উপর এআরসি কর্তৃক বছরে অন্তত দুবার পর্যালোচনা সভা /কর্মশালা পরিচালনা করা

১২. মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় আলোচনা করা

১৩. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে

[ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধন করা]

১. ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধনের জন্য কাজ করতে বাজার শাখার একজন অথবা দুইজন কর্মকর্তাকে WIT হিসেবে নিযুক্ত করবে

২. বর্তমান চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা

৩. চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা

৪. পরিকল্পনা অনুসারে সংশোধিত চুক্তির দলিলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা

৫. বর্তমান এবং সম্ভাব্য ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে মতামত নেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করা

৬. সংশোধিত খসড়া চুক্তির দলিলপত্রাদিতে গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহ সন্নিবেশ/প্রতিফলন করা

৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চুক্তির দলিলপত্রাদির অনুমোদন নেওয়া

উদ্দেশ্য:

গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটিকর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিষ্কার)	১-১সকল গণ শৌচাগার ৪। (পরিস্কার) এর অধিক পর্যায়ে রাখা	সিটি কর্পোরেশন, ইজারা গ্রহীতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ শৌচাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২.অভিযোগ প্রতিকার এর হার	২-১: ৯৫% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ৯০% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা হয়েছে।

(২) কর ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ

১। কর আদায়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পর্যবেক্ষণ
২। রাজস্ব বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ
৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং (যথাযথ নির্ভুলতা চেক করা সহ)
৪। স্থায়ী কমিটি ও কর্পোরেশন (সাধারন সভায়) ত্রৈমাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক তদারকি
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর প্রচার
৬। পোস্টারের মতো উপাদান নিয়ে আইইসি (তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ) এর প্রস্তুতি
৭। ডব্লিউ এলসিসি সভাঃ আইইসি উপকরণ গুলো প্রচার, ওয়ার্ড ভিত্তিক সংগ্রহের পর্যালোচনা, কর্মপরিকল্পনা (বছরে কমপক্ষে দুইবার)
৮। দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সময় সিসি এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কর সংগ্রহ অভিযান
৯। সিএসসিসির সভাগুলো (বছরে দুইবার) ডব্লিউএলসিসি ও সিসি স্তরের কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করা
১০। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নীতিগত আলোচনা (সাধারন সভা)
১১। নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে আলোচনা
১২। আইনি কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত করের (কঞ্জারভেন্সি, সড়কবাতি এবং পানি সরবরাহ) হার বাড়ানো

উদ্দেশ্য:

১। পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় বৃদ্ধি করা।
২। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সাধারন কর, নির্ধারিত কর অন্যান্য আয়ের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজস্ব পরিচালনার উন্নতি করা।
৩। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১। কর আদায়ের পর্যায় ক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ২। কর আদায়ের দক্ষতা (পরিকল্পিত পরিমানের তুলনায় সংগৃহীত করের পরিমানের শতাংশ) বৃদ্ধি পায়।	আগামী দুই অর্থবছরে পুরোপুরি বাস্তবায়নকরা।	ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন, নির্ধারিত করের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট
৩. রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করে। ৩।স্থায়ী কমিটির মিটিং নোট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী	করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করা।	রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক

৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজ

১। খসড়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

২। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন সভায় আর্থিক বিবরণী পুনঃমূল্যায়ন এবং আলোচনা

৩। ওয়েবসাইটে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ (সিএসসিসির সাথে মিটিং) এবং এলজিডিতে জমাদান

৪। সিইও এবং মেয়রদের দ্বারা স্বতন্ত্র ব্যয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

৫। এক্সেলে মনিটরিং ফর্মগুলোতে প্রতিটি আইটেমের মাসিক প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তি এবং প্রদান প্রবেশকরণ

৬। ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতকরণ এবং সিএসসিসির সাথে আলোচনা করা

৭। বাজেট, আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং আর্থিক বিবরণী ফরম্যাটের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা

৮। আর্থিক প্রক্ষেপণ পরিচালনা

৯। কর্পোরেশন কর্তৃক পরবর্তী বছরের বাজেটের জন্য আর্থিক প্রক্ষেপণ, কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন/আপডেট এবং পর্যালোচনা।

১০। মার্চ মাসে আর্থিক প্রক্ষেপণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১১। বিভাগগুলো কর্তৃক সফল অর্থবছরের প্রাপ্তি এবং প্রদানের অনুমান

১২। বিভাগগুলো এবং স্থায়ী কমিটির সাথে হিসাব বিভাগ আলোচনা করে

১৩। সিএসসিসির সাথে আলোচনা, কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন, জনসাধারনের জন্য বাজেট সহজলভ্য করা

উদ্দেশ্য:

বাজেটের বৈচিত্র্য হ্রাস করতে এবং রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নতুন বাজেটিং ফর্ম চালুকরণ

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. অতিরিক্ত ব্যয় মোট কার্যকরকরনের হার	১-১ বর্ধিত পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাজেটের বৈষম্য ১৫% হ্রাস পেয়েছে (অর্থ প্রদানের পরিমান পরিকল্পিত বাজেটের ১২০ শতাংশের বেশি হবেনা)	১-১ রিপোর্টের নতুনসেটের সাথে নতুন বাজেটের ডকুমেন্ট।
২.তফসিল অনুযায়ী বাজেটের নথি এবং রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।	সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আকাউন্টের জন্য বাস্তবায়িত	সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) নাগরিক সম্পৃক্তকরণ: সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল রচনা প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. স্কুল ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য পর্যালোচনা কমিটি গঠন

২.ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি, ডব্লিউ এল সিসি, সিএস সিসি এবং সাধারণ সভায় মতবনিমিয় করা এবং আলোচনা করা

৩. ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম সাধারণ উপলব্ধি/ বোঝাপড়া এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে প্রাথমিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করবে

৪. রচনা প্রতিযোগিতা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপকণসমূহ তৈরী করা (থিম নির্বাচন এবং প্রতিযোগিতার মাপকাঠি, স্কোরিং মানদন্ড, পুরস্কার প্রদান, ঘোষণা পদ্ধতি, গণমাধ্যমের মত বিষয়সমূহ যেমন সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, রেডিও, এসএমএস, এসএনএস, সিসি ওয়েবসাইটের বার্তা)

৫. সিএসসিসি এবং সিসি সাধারণ সভা রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচির পর্যালোচনাপূর্বক, মন্তব্য এবং সুপারিশ প্রদান করবেন।

৬. ডব্লিউআইটি লক্ষিত স্কুল সমূহে রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক সভার আয়োজন করবে .

৭. লক্ষিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করা এবং তা সিসি'র কাছে জমা দেয়া

৮. রচনা পর্যালোচনা কমিটি রচনাবলী পরীক্ষা করবে এবং ডব্লিউআইটি র কাছে স্কোর জমা দিবে

৯. ডব্লিউআইটি রচনার স্কোরসমূহ একত্রীকরণ করবে এবং ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি, সিএসসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি'র সাথে শেয়ার করবে

১০. সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করবে

১১.গণমাধ্যম, সিসি ওয়েবসাইট, এসএনএস ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম এবং রচনাসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা

১২.ডব্লিউআইটি মূল্যায়ন ফর্মের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা কর্মশালা পরিচালনা করবে

১৩. স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪.ডব্লিউআইটি সিসি সাধারণ সভায় মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিবে

১৫. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সিসি সাধারণ সভায় জমা।

উদ্দেশ্য: ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. নির্বাচিত রচনা প্রতিযোগিতা নাগরিক সচেতনতার দৃষ্টান্তমূলক বহি:প্রকাশ এবং লেখককে সিসি পুরস্কার প্রদান করা হবে	সি.সি. সাধারণ সভায় ৩ টি সেরা নিবন্ধ নির্বাচিত করে অনুমোদন দেয়া হবে এবং সি.সি. পুরস্কারসমূহ এই অর্থবছরে প্রদান করা হবে।	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় জন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছিল
২. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০%	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০% ছিল

(৫) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
	কার্যাবলী -২	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা-
	কার্যাবলী-৩	(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, রেষ্টুরেন্ট মালিক/ব্যবসায়ী/নাগরিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা;

২. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রবিধানের আলোকে ভেজাল খাদ্য বিষয়ক মনিটরিং ও পরিদর্শনের পদ্ধতি ও শিডিউল পর্যালোচনা করা এবং নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য চেকলিষ্ট তৈরী করা

৩. ১৯ নং ওয়ার্ডের খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দোকানপাট জরিপ করা এবং এর মধ্য থেকে মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দোকান পাট নির্ধারণ করা

৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

৫. কার্যকর মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াডের ডাব্লুএলসিসি কমিটি ও এর সদস্যদের জন্য ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

৬. রেষ্টুরেন্ট মালিক ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা (প্রতিব্যাচে ১০-১৫ জন করে)

৭. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক মাইকিং করা (বছরে ৪ বার)

৮. নিদিষ্ট পদ্ধতি ও শিডিউলের আলোকে ভেজাল খাদ্য (শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, পানীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিষয়ক নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন করা

৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য (কর্মকর্তা/সিআইএসসি) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত করা

১০. ভেজাল খাদ্য বিষয়ে নাগরিক অভিযোগ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে স্বাস্থ্য বিভাগে একজন স্যানিটারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা অথবা মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একই কাজের জন্য নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করা
১১. আইইসি উপকরণ তৈরী ও প্রদর্শন করা
১২. নাগরিক সম্পৃক্তকরণের জন্য সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা (বছরে ২ বার)
১৩. সিবিও ও ডব্লিউ এলসিসি (ওয়ার্ডনং১৯) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় (বছরে ৪ বার) উপস্থাপন করবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কেরি পোর্ট করবে।
১৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কার্যক্রমের মনিটরিং করবে (ডব্লিউ আইটি স্থায়ী কমিটি কেরিপোর্ট করবে)
১৫. মো: কাইয়ুম, স্যানিটারী পরিদর্শককে নিয়োগ করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এ সংক্রান্ত অভিযোগ ও গৃহীত পদক্ষেপ এর রেকর্ড সংরক্ষণ করবে
১৬. মূল্যায়ন ফর্ম এর আলোকে পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা
১৭. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবে।
১৮. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফলের রিপোর্ট পেশ করবে।
১৯. পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ করা
*মনিটরিং: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহকারীদের দোকান, প্রকৃত অবস্থা, বিক্রয় ইত্যাদি দেখা
*পরিদর্শন: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির অবস্থা ও মেয়াদ দেখা, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারে পাঠানো, ইত্যাদি তথা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

উদ্দেশ্য:
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির নিয়মিত পরিদর্শনের সিষ্টেম প্রতিষ্ঠা করা, সক্রিয় নাগরিক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৪৩ সংখ্যক খাদ্য সরবরাহকারী মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়েছে ২. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ ৩. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ সময়মত নিষ্পত্তি করা হয়েছে	১. মনিটরিং ও পরিদর্শনকৃত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ২.নাগরিক কর্তৃক ভেজাল খাদ্য বিষয়ক অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ৩. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%	২-১: ১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।	১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।

লক্ষ্যভূক্ত এলাকা	ওয়ার্ড নং ১৯ সুতাপীর বাজার, জলকর মোড়, মেডিক্যাল পূর্ব গেইট, রাধাভল্লব মোড়, পাকার মাথা বাজার	সরবরাহকারীর সংখ্যা	সরবরাহকারী সম্পর্কে/ মোট দোকানপাটের সংখ্যা ৪৩টি

(৫) আইনি উপকরণ (প্রবিধান এবং উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ

১. সিসি সাধারণ সভায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, আইন কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্র্যাট, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করিগরি কমিটি গঠন করবে। একই সভায় বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি যেন খসড়া প্রণয়নের সময় মতামত প্রদান করে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও তাদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে।

২. কারিগরি কমিটি এলজিডি কর্তৃক প্রেরিত মডেল প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে সিসি'র জন্য প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে (যদি থাকে) মতামতের জন্য দাখিল করবে।

৩. কারিগরি কমিটি মডেল প্রবিধানের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করবে।

৪. করিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটির পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করবে।

৫. কারিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটি (২য় খসড়া) সিসি'র সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করবে।

৬. সিসি'র সাধারণ সভা প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করবে।

৭. কারিগরি কমিটি চূড়ান্ত প্রবিধানটি প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা, ভেটিং ও প্রজ্ঞাপনের জন্য এলজিডি'র নিকট প্রেরণ করবে।

৮. কারিগরি কমিটি প্রবিধান প্রণয়নের সময় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী শিক্ষণীয় বিষয় (যদি থাকে) উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

উদ্দেশ্য: ১. স্থায়ী কমিটি বিষয়ক প্রবিধান এবং অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার বিষয়ক প্রবিধান প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. প্রবিধান প্রণয়ন শেষে এলজিডিতে প্রেরনের তারিখ	১-১ স্থায়ী কমিটি ও অভিযোগ বিয়ষক প্রবিধান প্রণয়ন করা ১-২	১-১ প্রবিধান দুটির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ১-২

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সিডিইউ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা (প্রয়োজন হলে বাজেটসহ)
২. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা পূর্বক (বাজেট সহ) তা অনুমোদন
৩.সিডিইউ সাধারণ সভাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ফর্ম্যাট এবং পদ্ধতি) উপর উপস্থাপনা প্রদান করবে
৪. সিডিইউ প্রতিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার আগে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করবে।
৫. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের প্রথমার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
৬. সিডিইউ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ফর্ম কম্পাইল করবে (অংশগ্রহণকারীরা মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করবে এবং সিডিইতে জমা দিবে)
৭. সিডিইউ ট্র্যাকিং শিটে প্রশিক্ষণের রেকর্ড রাখবে।
৮. সিডিইউ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশোধনের প্রস্তাব দিবে।
৯. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবংফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং মতামত প্রদান করা হবে।
১০. সিডিডি পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উৎপাদন করে।
১১. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
১২. সাধারণ সভা অত্র আর্থিক বছরের প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করবে এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে।

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সি.সি. কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড রাখা এবং বার্ষিক প্রশিক্ষন সমূহ একত্রিতকরনের পদ্ধতি প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(১)প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ট্র্যাকিং শীট নিয়মিত আপডেট করণ	"(১) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ সিডিইউ এর কাছে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শীট জমা দিবে (২)প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে ট্র্যাকিং শীটে প্রতিফলিত হবে ।	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ফলাফল সমূহ সিসি সাধারণ সভায় (জিএম) উপস্থাপন করা হয়
(২) একটি বার্ষিক একত্রীকরণ শীট প্রস্তুত করা এবং তা সিসি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা	(২) সি.সি. সাধারণ সভায় (জুন মাসে) বার্ষিক একত্রীকরণ শিট উপস্থাপন করা হবে।	

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা	প্রশিক্ষণ অর্জন			
	প্রশিক্ষণ শিরোনাম (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস/বছর)	মোট দিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	Specialized Training Course on Fecal Sludge Management in Cities: An Element of City-wide Inclusive Sanitation.	২৬/০১/২০২০	৩	৬	
২	"e-GP & Contract Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২/০১/২০২০	৫	৫	
৩	ই-নথি (e-filing) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯/০১/২০২০	১	৫	
৪	iBAS++-এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮/০১/২০২০	১	৩	
৫	Capacity Development of City Corporation (C4C) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	২১/১০/২০২০	৩	৮	
৬	"Strengthening Local Capacity for Sustainable Health Development in Urban Bangladesh" প্রশিক্ষণ	০৭/১০/২০১৯	৪	১	
৭	"বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৯/০২/২০২০	১	১	
৮	"সেপটিক ট্যাংক পরিস্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫/১০/২০১৯	১	২	
৯	বাজেট পরিপত্র-১ এর উপর অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ	২৩/১২/২০১৯	১	২	
১০	ই-নথির উপর দপ্তর/সংস্থা এর ই-নথি এডমিন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০৫/০১/২০২০	২	২	
১১	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও আর্থিক প্রক্ষেপন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১/১০/২০১৯	৩	১১	
১২	ইনোভেশন শোকেসিং প্রশিক্ষণ	০২/০৭/২০১৯	১	৬	

৯. কর্পোরেশন এবংকমিটিরসভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনেরসাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
১৯/০২/২০২০ইং, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০টা	আলোচ্য বিষয় নং-১: গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদন	সিদ্ধান্ত -১: সভার কাযবিবরণীটি কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংধোনী প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-২:বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-২:সভায় উপস্থাপিত নীল নক্সার ব্যাপারে আলোচনা হয়। এবং উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১৯১ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৩:মাহিগঞ্জ প্রেস ক্লাব মার্কেট সংলগ্ন দোকানের ভাড়া কমানো প্রসঙ্গে আলোচনা হয় । ২৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মুক্তার হোসেন বলেন যে, মাহিগঞ্জ প্রেস ক্লাব সংলগ্ন মার্কেটের দোকানের ভাড়া কমানোর জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-৩:সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন মাহিগঞ্জ প্রেস ক্লাব সংলগ্ন মার্কেটটির ব্যবসা বানিজ্য কম হওয়ার কারণে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনে অনেক বকেয়া পড়েছে ও রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে সেহেতু দোকানের ভাড়া প্রতিমাসে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৪:সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ হতে আলহাজ্ব নুর হোসেন ও রিতা রহমানের বাড়ি পর্যন্ত সারাফত হোসেন সেফা স্মরণী নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা এবং ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মুনতাছীর শামীম বলেন যে, সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া জামে মসজিদ হতে আলহাজ্ব নুর হোসেন ও রিতা রহমানের বাড়ি পর্যন্ত সারাফত হোসেন সেফা স্মরণী নামকরণ বিষয়ে বিস্তারিতআলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-৪:সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত রাস্তাটি সারাফত হোসেন সেফা স্মরণী নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং – ৫হকার্সদের পূনর্বাসনকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় ১২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ রবিউল আবেদীন (রতন) ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণ বলেন হকার্সদের পূনবার্সন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-৫: সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরগণ হকার্সদের পূর্নবাসনের জন্য বিভিন্ন এলাকার জায়গা নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন- রংপুর সরকারি কলেজের জায়গায়, ক্রিকেট গার্ডেন এর জায়গার সভাপতি/ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে এবং লক্ষী সিনেমা হলের জায়গা যেহেতু আইনী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, চুড়ান্ত রায় হওয়ার পর জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৬:আবেদনের প্রেক্ষিতে মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের মজুরী বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের	সিদ্ধান্ত-৬:সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত সকল কাউন্সিলর একমত হয়ে মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের মজুরী বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে নতুন করে সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সভাপতি করে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন-

	আবেদনের প্রেক্ষিতে মজুরী বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১)জনাব মোঃ রহমতুল্লা বাবলা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮, রংপুর সিটি কর্পোরেশন। ২)জনাব মোছাঃ নাছিমা আক্তার, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-০১, রংপুর সিটি কর্পোরেশন। ৩)জনাব মোঃ জাকারিয়া আলম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৫, রংপুর সিটি কর্পোরেশন। ৪)জনাব মুহাঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), রংপুর সিটি কর্পোরেশন। গঠিত কমিটিকে মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৭:আলম নগর মৌজায় ৮৮ (আটাশি) শতক জমি নগর ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণেরপ্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা। ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু, ওয়ার্ড নং-২২, জানান ভবিষ্যতে নগর ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন। সভায় প্রধান নির্বাহী র্কমকর্তা মহোদয় জানান মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আলমনগর মৌজায় ৮৮(আটাশি) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তফসিল মৌজা - আলমনগর। জে এল নং- ৯৬ সাবেক দাগ নং- ২০৮৪, ২০৮৭ হাল দাগ নং- ৩১৫১০, ৩১৫১১, ৩১৫১২, ৩১৫৩২, ৩১৫৩৩ জমির পরিমান -.০৮৮০০ একর।	সিদ্ধান্ত-৭:সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আলমনগর মৌজায় জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-৮.ক) :১০জন মুক্তিযোদ্ধার মাঝে মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় ১০জন মুক্তিযোদ্ধার মাঝে মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় ১০জন মুক্তিযোদ্ধার মাঝে মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-৮(ক):সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে জেলা পর্যায়ে ১০ (দশ) জন মুক্তিযোদ্ধার মাঝে মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ৮ (খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৮ (খ):সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন এবং দোয়া ও মাহফিলের জন্য প্রতিটি মসজিদে তবারক বিতরণের জন্য

	অত্র কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরীত সরকারী নির্দেশনা সমূহ সভার সকলকে অবহিত করেন এবং সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জন্মশত বার্ষিকী সারা বছর ব্যাপী উদযাপন করার প্রস্তাবনা রাখেন। ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম বলেন সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন এবং তাহার রুহের মাগফেরাতের জন্য প্রতিটি মসজিদে দোয়া ও মাহফিল আয়োজন করার প্রস্তাব রাখেন। সভায় এ বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (রর) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী সরকারি নির্দেশনা ১৭ই মার্চ ২০২০ইং হতে ২৬শে মার্চ ২০২১ইং মোতাবেক সারাবছর ব্যাপী "মুজিববর্ষের" অনুষ্ঠানসূচী উদযাপনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মুজিববর্ষ উদযাপন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে নগররীকে সজ্জিতকরণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন, সাজ-সজ্জা, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ও নগরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থানে ১০০(একশ) টি জাতীয় গাছ আম গাছ রোপণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত ১০ই জানুয়ারী মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে, সেই নির্দেশনা মোতাবেক নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কাউন্ট-ডাউন মেশিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- ৯:</u>সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহের প্রধান পাইপ লাইনের উপর ড্রেন নির্মাণ না করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।সভায় ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রস্তাব করেন যে, সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহের প্রধান পাইপলাইনের উপর ড্রেন নির্মাণ না করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	<u>সিদ্ধান্ত- ৯:</u>সভায় মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন, এখন থেকে যেসব রাস্তায় ড্রেণ নির্মান করা হবে সেগুলো ড্রেন পানির পাইপ লাইনের উপর দিয়ে না করে পাইপের বিপরীত দিক (রাস্তা) দিয়ে করতে হবে এবং ড্রেণ নির্মান করার সময় কোন পানির লাইনের গৃহ সংযোগ কেটে ফেললে তাৎক্ষনিকভাকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে উক্ত গৃহ সংযোগ মেরামত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং-১০:</u>রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৪২৭ বাংলা সালের হাটবাজারসমূহ, সাইকেল স্ট্যান্ডসমূহ, আম আড়ৎ, ফল আড়ত ও গণশৌচাগার ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় উপস্থিত বাজার শাখা প্রধান জানান যে, ১৪২৭ বাংলা সালের হাটবাজারসমূহ, সাইকেল স্ট্যান্ডসমূহ, আম আড়ৎ, ফল আড়ত ও গণশৌচাগার ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	<u>সিদ্ধান্ত-১০:</u> সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ১৪২৭ বাংলা সনের হাটবাজার সমূহ, সাইকেল স্ট্যান্ডসমূহ, আম আড়ত, ফল আড়ত ও গণশৌচাগারসমূহ ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। সিটি কর্পোরেশনাধীন মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার ০১/০১/২০২০ইং হতে ৩১/১২/২০২০ইং পর্যন্ত ০১(এক) বৎসর মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ইজারা গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন যে, সিটি কর্পোরেশনাধীন মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার০১/০১/২০২০ইং তারিখ হতে ৩১/১২/২০২০ইং পর্যন্ত ০১(এক) বছর মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ইজারা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-১১:সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বলেন যে, সিটি কর্পোরেশনাধীন মেডিকেল মোড় সংলগ্ন গণশৌচাগার ০১/০১/২০২০ইং তারিখ হতে ৩১/১২/২০২০ইং পর্যন্ত ০১(এক) বছরের জন্য সময় থাকতেই পূর্বের ইজারা মূল্যের ১০% বৃদ্ধিতে বর্তমান ইাজারাদারের অনুকুলে ইজারা প্রদান করা, তা না হলে বাতিল করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। সিটি কর্পোরেশনাধীন মাহিগঞ্জ মাছ বাজার আবুল হোসেন এর ০৩(তিন) ও ০৪(চার) নং দোকানের মধ্যখানে ৩'-৪.৫´৮'.২´ তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৭.৭২ বর্গফুট পরিত্যক্ত জায়গা সেলামী ও মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় জনাব মোঃ মুক্তার হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯ জানান যে, সিটি কর্পোরেশনাধীন মাহিগঞ্জ মাছ বাজার আবুল হোসেন এর ০৩(তিন) ও ০৪(চার) নং দোকানের মধ্যখানে ৩'-৪.৫´৮'.২´ তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৭.৭২ বর্গফুট পরিত্যক্ত জায়গা সেলামী ও মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত- ১২: সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত পরিত্যক্ত জায়গা সেলামী ও মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। ২৫নং ওয়ার্ডস্থ শালবন মিস্ত্রিপাড়া হারাগাছ রোড মিস্ত্রিপাড়া কবরস্থানের উত্তর দিকে এসপি অবসরপ্রাপ্ত মরহুম মজিবর রহমান লেন এর নামে রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা: সভায় ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ নুরুন্নবী ফুলু বলেন যে, ২৫নং ওয়ার্ডস্থ শালবন মিস্ত্রিপাড়া হারাগাছ রোড মিস্ত্রিপাড়া কবরস্থানের উত্তর দিকে এসপি অবসরপ্রাপ্ত মরহুম মজিবর রহমান লেন এর নামে রাস্তার নামকরণ	সিদ্ধান্ত- ১৩: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত রাস্তাটি এসপি অবসরপ্রাপ্ত মরহুম মজিবর রহমান লেন নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় আর্থিক সাহায্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত- ১৪:সভাপতি মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-১৫ :জগদীশপুর মৌজার শপির বাড়ী হয়ে ইট খামার পর্যন্ত রাস্তাটি "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের স্কীমে ধরা ছিল কিন্তু ১০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উক্ত রাস্তার পরিবর্তে বক্তারপুর মৌজার আরজ উদ্দিন মুহুরীর মোড় হতে বিন্যাটারী মৌজার হিন্দুপাড়া বানিয়ার মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণ করার জন্য আবেদন করায় তা অনুমোদনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *** "রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১১নং ওয়ার্ডের স্কীম পরিবর্তন বিষয় সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *** নতুন রাস্তাসহ পুরাতন রাস্তা সমূহের সংশোধিত প্রাক্কলন মূল্য দাঁড়ায় ৪,৯৬,৮৭,৩০৫.৭০ (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা) মাত্র। যা মূল প্রাক্কলনের তুলনায় ১৬,৮৫,১৩৮.৫৬ টাকা কম। উক্ত সংশোধিত প্রাক্কলন সভায় অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলর মহোদয়গণ প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদিত প্রাক্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় জরুরী প্রয়োজনের নীরিখে তা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত- উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ৭৮ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৬। বিবিধ- আলোচ্য বিষয় নং ক) অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে। আলোচনা সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিষয়ে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সিদ্ধান্ত .ক: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও একমত হয়ে তত্তাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিভিন্ন প্রকল্প যেমন - সিজিপি, জাইকা, এমজিএসপি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এগুলো এপ্রিল/২০২০ এর মধ্যে শেষ হবে এবং ভারতীয় ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সেগুলো অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং খ) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের ওয়ার্ড অফিসে কম্পিউটার সেট প্রদান প্রসঙ্গে। আলোচনা ঃ সভায় জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭ ও মোছাঃ ফরিদা বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের ওয়ার্ড অফিসে কম্পিউটার সেট প্রদানের জন্য প্রস্তাব করেন।	সিদ্ধান্ত . খ): সভায় মেয়র মহোদয় বলেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলগণের ওয়ার্ড অফিসে যদি আইনগতভাবে কম্পিউটার সেট পায় তাহলে দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং..গ) চওড়ার হাটসহ অন্যান্য হাট-বাজারের বর্জ্য অপসারণ ও কবরস্থানে লোক দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান মাফু বলেন যে, ৭নং ওয়ার্ডের চওড়ার হাটসহ অন্যান্য হাট-বাজারের ময়লা আবর্জনা ফেলা ও কবরস্থানে লোক দেয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সিদ্ধান্ত- গ : সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত হাট-বাজারের ময়লা আবর্জনা সিটি কর্পোরেশনের ট্রাক দ্বারা অপসারণ করার জন্য দায়িত্বরত সহকারী পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান এবং কবরস্থানে লোক দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক শাখাকে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঘ) কলাবাড়ী মৌজায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য বর্তমান বাজার দরে ৮০ (আশি) শতক জমি ক্রয়করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনাঃ সভায় উপস্থিত জনাব মোঃ মুক্তার হোসেন, কাউন্সিলর ২৯নং ওয়ার্ড জানান যে কলাবাড়ী মৌজায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য বাজার দরে ৮০(আশি) শতক জমি ক্রয়ের ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত- ঘ : সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে কলাবাড়ী মৌজায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৮০(আশি) শতক জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঙ) সিগারেট কোম্পানী হতে জমচওড়াসহ অন্যান্য রাস্তা প্রশস্থকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। সভায় ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মামুনার রশিদ বলেন তাঁর ওয়ার্ডের সিগারেট কোম্পানী হতে জমচওড়া সহ অন্যান্য রাস্তা প্রশস্থ করা হলে যানজট লাঘবের পাশাপাশি জনগনের অনেক উপকার হবে মর্মে উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত- ঙ: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিগারেট কোম্পানী হয়ে জমচওড়াসহ হারাগাছ রোড, সৎ বাজার রোড ও চানকুঠি হেলিপ্যাড রাস্তা প্রশস্থ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- চ) স্টেডিয়াম / খেলার মাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ১১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন বলেন তাঁর ওয়ার্ডের যেগুলো সরকারি জায়গা রয়েছে তাতে স্টেডিয়াম/ খেলার মাঠ তৈরীকরণের প্রস্তাব রাখেন। মেয়র মহোদয় বলেন যেসব সরকারি জায়গা পতিত অবস্থায় রয়েছে সেগুলো জায়গা চিহ্নিত করে লিস্ট সংরক্ষণ করতে হবে। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত- চ): সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যেসব সরকারি জায়গা পতিত অবস্থায় রয়েছে সেগুলো জায়গার লিস্ট সংরক্ষণ করে জেলা প্রশাসক মহোদয় এর সহিত আলোচনা সাপেক্ষে যদি লিজ গ্রহণের কোন সুযোগ আছে কিনা তার প্রেক্ষিতে স্টেডিয়াম/খেলার মাঠ তৈরী করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ছ) চিকলী বিলের পূর্ব উত্তর কোনে অনাবাদী ও ডোবা শ্রেণির জমি ইজারা প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম ও ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান চিকলী বিলের পূর্ব উত্তর কোনে অনাবাদী ও ডোবা শ্রেণির জমি দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় এ বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-ছঃ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে চিকলী বিলের পূর্ব উত্তর কোনে অনাবাদী ও ডোবা শ্রেণির জমি ইজারা প্রদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে মেয়র মহোদয় বলেন পূর্বের ০৩ (তিন) বছরের ইজারার চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে তা আইনানুগভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। সভায় কাউন্সিলরবৃন্দ চিকলী বিলের পূর্ব উত্তর কোনে অনাবাদী ও ডোবা শ্রেণির জমি দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করার প্রস্তাব করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মেয়র মহোদয়র বলেন সরকারি গাইড লাইন বা নীতিমালা অনুসরণ করে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করা যাবে কিনা তার দিক নির্দেশনার জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- জ) ২২নং ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান জানান যে, ২২নং ওয়ার্ডে বর্তমানে ০৩জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। পরিচ্ছন্নতা কর্মী বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-জঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ২২নং ওয়ার্ডে নতুন ০২জন সহ মোট ০৫জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঝ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মাজার জিয়ারত এর উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জাকারিয়া আলম জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমরা ৪৪ জন কাউন্সিলর জাতির পিতার মাজার জিয়ারতের লক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব রাখেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত (ঝ)- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়ায় ভ্রমনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ভ্রমণ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা সিটি কর্পোরেশনের বিবিধ খাত হতে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঞ) চিড়িয়াখানার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কারণে সিটি বাজার গণশৌচাগার ব্যবহার বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে। আলোচনা- জনাব মোঃ আব্দুর রহিম ভুট্টু এর আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সেকেন্দার আলী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৩ জানান যে, চিড়িয়াখানার ওয়াল নির্মাণের কারণে সিটি বাজার গণশৌচাগারটি ০১(এক) মাস বন্ধ থাকে। তাই এর ইজারাদার এই ০১মাস বন্ধ থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ এর আবেদন করেছেন, এ	সিদ্ধান্ত –ঞ): সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিটি বাজার গণশৌচাগার ইজারাদার এর আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করেন। ২০১৯-২০২০অর্থ বছরের ইজারা মূল্য ৩,১১,১০০/- (তিন লক্ষ এগার হাজার একশত) টাকা হতে ১০% ভাগ ৩১,১১০/- (একত্রিশ হাজার একশত দশ) টাকা মওকুফ করেন। ইজারা মূল্য (৩,১১,১০০ - ৩১,১১০/-)= ২,৭৯,৯৯০/- টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং ১৫% ভ্যাট ও আয়কর ৫% মূল্য দাখিলকৃত ইজারা দর = ৩,১১,১০০/- টাকা এর উপর দিতে হবে। ১৫% ভ্যাট ৪৬,৬৬৫/- টাকা ও ৫% আয়কর ১৫,৫৫৫/- টাকা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং-ট) কাউন্সিলরগণের কক্ষ এবং প্যানেল মেয়র এর কক্ষে এসি লাগানো প্রসঙ্গে। আলোচনা- সভায় উপস্থিত জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান জানান যে, গরমের সময় প্রচন্ড গরমের কারণে কাউন্সিলরগণের কক্ষে এবং প্যানেল মেয়র এর কক্ষ ও ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর হয়। কাউন্সিলরগণের কক্ষ ও প্যানেল মেয়র এর কক্ষে এসি লাগানো প্রয়োজন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত- টঃ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে কাউন্সিলরগণের কক্ষ, প্যানেল মেয়র এর কক্ষ ও ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে এসি লাগানোর বিষয় বিল পরিশোধের জন্য সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-ঠ) অত্র সিটি কর্পোরেশনের ৬২জন সিটি পুলিশদের বন্ধকৃত আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- গত ১১/২/২০২০ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় সিটি পুলিশদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা সর্ম্পকিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভাতা সর্ম্পকিত সভার সিদ্ধান্ত আগামী মাসিক সভায় অনুমোদনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-ঠঃ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে অত্র সিটি কর্পোরেশনের ৬২ জন সিটিপুলিশদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা বাবদ দৈনিক ২০০/- টাকার পরিবর্তে প্রত্যেককে দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা করে টিফিন ভাতা প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ড) স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সম্মানি ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে। আলোচনা- গত ১১/২/২০২০ইং তারিখে রোজ মঙ্গলবার অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত মাসিক সভায় অনুমোদনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত-ড: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে অত্র সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সম্মানি ভাতা প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঢ) অনূর্দ্ধ' ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ক্রিকেটার জনাব মোঃ আকবর আলী ও জাতীয়টেবিল টেনিস জয়ী জনাব হৃদয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ শংকু সমজদার এর পরিবারসহ দুইজন খেলোয়ারকে আর্থিক অনুদান ও বাসাবাড়ির কর এবং পানির বিল মওকুফ এর বিষয় আলোচনা।	সিদ্ধান্ত- ঢ:সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে অনুর্দ্ধ '১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলেরঅধিনায়ক জনাব মোঃ আকবর আলী ও জাতীয় টেবিল টেনিস জয়ী জনাব হৃদয় ও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ শংকু সমাজদার এর পরিবারসহ দুইজন খেলোয়ারকে মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করাসহ বাসাবাড়ির কর ও পানির বিল মওকুফ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচনা- সভায় উপস্থিত ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান বলেন, অনুর্দ্ধ '১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক জনাব মোঃ আকবর আলী ও জাতীয় টেবিল টেনিস জয়ী হৃদয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ শংকু সমজদার এর পরিবারসহ দুইজন খেলোয়ারকে আর্থিক অনুদান ও বাসা বাড়ির কর এবং পানির বিল মওকুফ এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাসিক সভায় অনুমোদনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচ্য বিষয় নং ণ) দীর্ঘ বছর যাবত নিয়োগকৃত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন স্কেল প্রদান সংক্রান্তআলোচনা। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান বলেন, অত্র সিটি কর্পোরেশনে দীর্ঘ বছর যাবত বিভিন্ন শাখায় কর্মরত নিয়োগকৃত মাষ্টার রোল কর্মচারীগণ স্বল্প বেতনে চাকুরী করে আসতেছে। মানবিক কারণে তাদের বেতন স্কেল প্রদান করা প্রয়োজন। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	 সিদ্ধান্ত- ণ) সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির সদস্যবৃন্দ ১) জনাব মোঃ রাশেদুল হক, সচিব, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- আহবায়ক, ২) জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৯, রংপুর সিটি কর্পোরেশন-সদস্য, ৩) জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, রংপুর সিটি কর্পোরেশন-সদস্য, ৪) জনাব মোঃ এমদাদ হোসেন, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সিটি কর্পোরেশন- সদস্য, ৫) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ, রংপুর সিটিকর্পোরেশন- সদস্য, সভায় তাঁদেরকে মতামত প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০/১০/২০১৯ইং, বৃহস্পতিবার	আলোচ্য বিষয় নং- ১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন সভায় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত মাসিক সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। আলোচ্য বিষয় নং- ২। নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে। আলোচনা- সভায়উপস্থাপিত উপ-ক্রমিক নং ১ হতে ১৫০টি নীল নক্সার ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয় নং- ৩। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বর্তমানে ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন জমিতে নগর ভবন নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা। রংপুরসিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বর্তমান ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন জমিতে নগর ভবন নির্মানের জন্য অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-১: গত মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্যের অনুমতিক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত-২: উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১৫০ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো। সিদ্ধান্ত-৩: সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মাননীয় মেয়র মহোদয় একমত হয়ে ট্রাক টার্মিনালে নগর ভবন স্থাপন না করে সিটি কর্পোরেশনের নতুন নির্মাণাধীন ভবনটাকে নগর ভবন তৈরী করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ৪। মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার ও মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার ০২(দুই) টি আবেদনের মাধ্যমে ২০১৯-২০ইং অর্থ বছরে ইজারা প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে। আলোচনা- সভায় জানানো হয় যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর মালিকানাধীন মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার ও মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার ০২(দুই) টি ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বছরে ইজারা প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু কোন দফাতেই দরপত্র পাওয়া যায় নাই। দরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় আবেদনকৃত ইচ্ছুক ইজারাদারগণের দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বৎসরে ০১(এক) বৎসর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত ৩০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ মালেক নিয়াজ (আরজু) উক্ত গণশৌচাগার ০২(দুই)টি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন।	সিদ্ধান্ত-৪ : সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বৎসরে আবেদনকৃত ইজারাদার জনাব মোঃ আব্দুর রহিম পাঠান তার আবেদনকৃত আবেদনে ইজারাদার ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও মাহিগঞ্জ সাতমাথা মসজিদ সংলগ্ন গণশৌচাগার ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর আবেদনকৃত আবেদনে ইজারা দর ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা। ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বৎসর এক বছর মেয়াদে আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করার অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের নতুন ভবন নির্মাণের কারণে ২০১৯-২০ইং অর্থ বছরে ০১(এক) বছর মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ইজারার টাকা/ ইজারামুল্য কমানোর বিষয়ে আবেদন তাং- ২৪/৮/২০১৯ইং আলোচনা প্রসঙ্গে।। আলোচনা- সভায় জানানো হয় যে, গত ২৪/৮/২০১৯ইং তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ০১(এক) বছর মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ইজারারটাকা/ইজারা মূল্য কমানোর বিষয়ে আবেদন করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-৫: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে টার্মিনাল নতুন ভবন নির্মাণের কারণে চলতি ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বছরে তার দাখিলকৃত ইজারা দর ১৮,২০,০০০/- (আঠার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা কমানো / বাদ দিয়ে ১৩,২০,০০০/- (তের লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ইজারা দর করার নির্দেশ দেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ২৪/০৮/২০১৯ইং তারিখে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বৎসরে ইজারাদার কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনা করে দাখিলকৃত ইজারা দর ১৮,২০,০০০/- (আঠার লক্ষ বিশ হাজার) হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা কমিয়ে ১৩,২০,০০০/- (তের লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ইজারা দর নির্ধারণ করা হয় এবং ভ্যাট ১৫% ও আয়কর ৫% মূল দাখিলকৃত ইজারা দরের ১৮,২০,০০০/- (আঠার লক্ষ বিশ হাজার) এর উপর দিতে হবে (১৫% ভ্যাট= ২,৭৩,০০০/- টাকা, ৫% আয়কর= ৯১,০০০/- টাকা) করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ৬। অটো/চার্জার রিকসা মালিক লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন ফি পুনঃ নির্ধারন করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক জানান যে, অটো /চার্জার রিকসা মালিক লাইসেন্স নবায়ন এর মালিকানা পরিবর্তন ফি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে পুনঃ নির্ধারণ করার প্রস্তাব রাখেন। সভায় এ বিষয়ে মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সিদ্ধান্ত-৬: সভায় সবার সম্মাতিক্রমে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে ১লা নভেম্বর /২০১৯ হতে অটো মালিকানা পরিবর্তন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) এবং চার্জার ফি পূর্বের ন্যায় ৫০০/- (পাঁচশত) করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডিসেম্বর/১৯ মাসে অটো/চার্জার রিকসা মালিক লাইসেন্স নবায়নকরণ প্রসঙ্গে। আলোচনা - সভায় প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জানুয়ারী /২০২০ মাসে অটো / চার্জার রিক্সা মালিক লাইসেন্স নবায়ন এর কার্যক্রম শুরু করার আদেশ প্রদানের প্রস্তাব রাখেন। সভায় জানুয়ারী/ ২০২০ মাসে ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অটো / চার্জার রিক্সার মালিক লাইসেন্স নবায়ন করার আলোচনা হয়। আলোচনায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য অটো রিক্সা ১,০০০/- (এক হাজার) এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ২,৮০০/- (দুই হাজার আটশত) ফি এবং চার্জার রিক্সার ফি ২০১৯-২০২০ সালের ৫০০/- (পাঁচশত) এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নবায়ন ফি ১,১৫০/- (এক হাজার একশত পঞ্চাশ) নেয়ার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-৭: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে জানুয়ারী /২০২০ মাসে ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অটো / চার্জার রিক্সার মালিক লাইসেন্স নবায়নের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অটো রিক্সা নবায়ন বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নবায়ন বাবদ ২,৮০০/- (দুই হাজার আটশত) এবং চার্জার ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৫০০/- (পাঁচশত) এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১১৫০/- (এক হাজার একশত পঞ্চাশ) ফি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৮। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ৮২ ধারা অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ট্যাক্স রি-এসেসমেন্ট করার অনুমতি প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় কর নির্ধারণ শাখার প্রধান বলেন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ৮২ ধারা অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ঘর বাড়ির ট্যাক্স	সিদ্ধান্ত-৮: বিস্তারিত আলোচনান্তে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সমস্ত বাড়ি / বিল্ডিং নতুন হয়েছে এবং উপরে বর্দ্ধিত হয়েছে সে সমস্ত বাড়ি ঘরের ট্যাক্স রি-এসেসমেন্ট করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	রি-এসেসমেন্ট করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ৯। মুচির মোড় থেকে মনোহর পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরন মরহুম নুরুল আমিন চেয়ারম্যান স্মরণী নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় প্রধান সহকারী জানান যে, মুচির মোড় থেকে মনোহর পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরণ মরহুম নুরুল আমিন চেয়ারম্যান স্মারনী নামে নামকরণের বিষয়ে প্রস্তাবিত কমিটিকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রদান করা হলে হলে তারা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-৯: সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় এক হয়ে উক্ত রাস্তাটি নামকরণ মরহুম নুরুল আমিন চেয়ারম্যান নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১০। ধাপ চিকলী ভাটা ১৯ নং ওয়ার্ডে ০১(এক) টি রাস্তার নামকরণের জন্য ০২ টি আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় প্রধান সহকারী জানান যে, ধাপ চিকলী ভাটা ১৯নং ওয়ার্ডে একই রাস্তার নমকরণের জন্য ২টি আবেদন পাওয়া গেছে। উক্ত ০২(দুই)টি আবেদনের বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-১০: সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করে উক্ত তদন্তের রিপোর্ট সড়ক, ভবন, স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা/২০১৪ কমিটির কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্মচারীর বেতন সমন্বয় করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় প্রধান সহকারী জানান যে, অনেক পুরোনো পৌরসভা আমলের কিছু সংখ্যক কর্মচারী বেতন সমন্বয় করণের জন্য আবেদন করেছেন। তাদের এ আবেদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-১১: সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে কমিটির মাধ্যমে তাদের বেতন সমন্বয় করণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। সিটি কর্পোরেশনের ৩৩নং ওয়ার্ড কার্যালয় স্থাপনের জন্য সম্পত্তি রাজস্ব আয়ে সরাসরি জমি ক্রয় প্রসঙ্গে। আলোচনা - সভায় ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানান যে, ৩৩নং ওয়ার্ড কার্যালয় স্থাপনের জন্য রাজস্ব আয়ে সরাসরি জমি ক্রয় করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-১২: সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কার্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ওয়ার্ডের সিভিল পয়েন্ট / ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী স্থানে ০৮ (আট) শতক করে জমি মৌজা মুল্যে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় প্রধান সহকারি জানান যে, নগরীর বিভিন্ন জায়গা হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গরিব জনগন আর্থিক সাহায্যের জন্য সাধারন শাখায় আবেদন জমা করেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-১৩: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-১৪ উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১০ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। বিবিধ আলোচ্য বিষয় নং- ক) নগরীর ছোট রাস্তাগুলি ৮ফিট করণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানান যে, নগরীর ছোট ছোট রাস্তাগুলোকে নক্সা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ৮ফিট রাস্তায় নক্সা অনুমোদনের প্রস্তাব রাখেন।	সিদ্ধান্ত-১৫.ক): সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে বিধি মোতাবেক উল্লেখিত বিষয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং খ) বুড়িরহাটে হরিজন সম্প্রদায়ের পূণর্বাসন কেন্দ্র করা প্রসঙ্গে। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ০৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম লেবু বলেন যে, বুড়ির হাটে হরিজনরা কিছু অংশ দখল করে আছে, তাই তিনি প্রথমে তাদের একটি পূণর্বাসন কেন্দ্র করে তাদেরকে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব রাখেন। সভায় আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত- খ):সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে উপরোল্লিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং গ) নতুন করে ২০০টি অটো চার্জার রিক্সার লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ২১নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান মঞ্জু জানান শহরে লাইসেন্স বিহীন অটো রিক্সা এখন আর নাই, অটো রিক্সা কমে যাওয়ায় জনগণের দূর্ভোগ বেড়েছে,	সিদ্ধান্ত-গ: সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনান্তে জানান যে, বর্তমানে ৫০০০(পাঁচ হাজার) অটো চার্জার রিক্সা লাইসেন্স বিদ্যমান আছে, এছাড়া লাইসেন্স বিহীন অটোরিক্সা না থাকায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) অটো রিক্সা নগরবাসীর জন্য যথেষ্ট নয়, নগরবাসীর স্কুল, কলেজগামী ছাত্র/ছাত্রীদের চলাচলের স্বার্থে অতিরিক্ত আরও ২০০(দুইশত) টি অটো রিক্সা লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

	একারণে নতুন করে ২০০ (দুইশত)টি অটো চার্জার রিক্সার লাইসেন্স প্রদান করার প্রস্তাব রাখেন। সে প্রেক্ষিতে সচিব জানান গত ১৯/১২/২০১৭, ৩(চ)(রর), ১৫/০১/২০১৮,৩(চ)(রা), ও ১৯/০২/২০১৮ইং ৩(চ)(রর) বিভাগীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এবং উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নতুন করে অটো রিক্সার লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। এ কারণে নতুন করে অটো চার্জার রিক্সার লাইসেন্স দেয়ার কোন সুযোগ নাই।	
	আলোচ্য বিষয় নং ঘ): শারদীয় দূর্গা পুজা ও বন্যায় পানি নিস্কাশনের বিল প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ০৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম লেবু জানান শারদীয় দূর্গা উৎসবে এবং বন্যার সময়ে পানি নিস্কাশনের জন্য কাউন্সিলরবৃন্দ বিভিন্ন রাস্তাঘাটের পানি নিস্কাশন ও শারদীয় দূর্গা উৎসবে মেয়র মহোদয় দেশের বাহিরে থাকায় কাউন্সিলরবৃন্দরা উপস্থিত সমস্যা সমাধানের জন্য নিজ অর্থায়নে সমস্যা সমাধান করেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-ঘ: সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে বন্যার পানি নিস্কাশন, শারদীয় দূর্গা উৎসব রাস্তাঘাট মেরামতের বিলগুলো দাখিল পূর্বক প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঙ) চওড়া হাট থেকে বুড়িরহাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান জানান যে, চওড়া হাট থেকে বুড়ির হাট পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্থ করা হলে যানজট লাঘবের পাশাপাশি জনগনের অনেক উপকার হবে মর্মে উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত-ঙঃ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত পোষণ করে জনস্বার্থে উক্ত রাস্তাটি প্রশস্থ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং চ): নুরপুর কবরস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল, নামাজের জায়গা ও ওজুর জায়গা নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-চঃ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে নুরপুর কবরস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, নামাজ ঘর ও ওজুর জায়গার ব্যবস্থা করণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচনা - সভায় উপস্থিত ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম (ফুলু) জানান যে, নুরপুর কবরস্থানে অনেকে বাহির থেকে লোকজন কবর জেয়ারত করার জন্য আসে সেজন্য উক্ত কবরস্থান, বাউন্ডারী ওয়াল, নামাজ ঘর ও ওজুর জায়গার ব্যবস্থার জন্য উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	<u>আলোচ্য বিষয় নংছ):</u>ওয়ার্ড অফিসে উদ্যোক্তা / কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক নিয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় ২১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান মঞ্জু বলেন যে, অত্র সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসন ৩৩টি ও সংরক্ষিত আসন ১১টি মোট ৪৪টি ওয়ার্ড অফিস/ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের নিমিত্ত উদ্যোক্তা/ কম্পিউটার অপারেটর ও ৪৪জন অফিস সহায়ক নিয়োগের প্রস্তাব রাখেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	<u>সিদ্ধান্ত-ছঃ</u> সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও মেয়র মহোদয় একমত হয়ে ওয়ার্ড অফিসে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে উদ্যোক্তা/ কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং জ):</u> মৌলভী আবুল হায়াত স্মরণে ১৩নং ওয়ার্ডের দামোদরপুর মিয়াপাড়ার এরশাদ মাস্টারের বাড়ির মোড় থেকে দেওডোবা নেকারপাড়ার ছোট আমেরতল পর্যন্ত (কমিউনিটি ক্লিনিক) সংলগ্ন রাস্তাটির নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় প্রধান সহকারী জানান যে, মোঃ আব্দুল বাতেন উক্ত রাস্তাটির নামকরণের জন্য একখানা আবেদন করেন। সভায় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	<u>সিদ্ধান্ত-জঃ</u> সড়ক, ভবন স্থাপনা/২০১৪ নীতিমালা অনুসারে সিটি কর্পোরেশন গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে মেয়র মহোদয় ও সকল কাউন্সিলরবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নংঝ)</u> সিটি কর্পোরেশনাধীন বিভিন্ন বাজারের দোকান ঘরের মাসিক ভাড়া বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। আলোচনা - সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় সিটি কর্পোরেশনাধীন বিভিন্ন বাজারের দোকান ঘরের মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি	<u>সিদ্ধান্তঃ ঝ:</u> সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় মেয়র মহোদয় নির্দেশনা দেন। নির্দেশনামতে সিটি কর্পোরেশনাধীন প্রতিটি বাজারের সম্মানিত সভাপতি/ সম্পাদকগণকে এ বিষয়ে পত্র প্রদান করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিটি কর্পোরেশনাধীন বিভিন্ন বাজারের দোকান ঘরের মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি করণের সিদ্ধান্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	করার জন্য ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মুনতাছীর শামীম লাইকো ও ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বাজার মূল্য স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ রহমতুল্লা বাবলা এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।	
	আলোচ্য বিষয় নং ঞ) ট্রাক টার্মিনাল এর টোল নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু বলেন যে, বর্তমানে ট্রাক টার্মিনালে কোন ধরনের টোল আদায় করা হয় না। এতে সিটি কর্পোরেশন বড় ধরনের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ট্রাক টার্মিনালে টোল আদায়ের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত: ঞ: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, টোল নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে । কমিটির সুপারিশ এর উপর ভিত্তি করে টোল নির্ধারণ করার জন্য সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ট): নতুন ভবনে অফিস স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মিজু বলেন যে, অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে নতুন ভবনে যেন অফিস স্থানান্তর করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্তঃ ট: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে খুব দ্রুত নতুন ভবনে অফিস স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ঠ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রবেশ পথগুলোতে লাইসেন্সবিহীন অটোরিক্সা সিটি পুলিশ কর্তৃক ধরার বিষয়ে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ১১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রবেশ পথগুলোতে সিটি পুলিশ দ্বারা লাইসেন্স বিহীন অটো রিক্সা ধরার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সিদ্ধান্ত ঠঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রবেশ পথগুলোতে সিটি পুলিশ দ্বারা লাইসেন্স বিহীন অটোরিক্সা ধরার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ড): মডার্ণ মোড় হতে সিও বাজার এবং মডার্ণ মোড় হতে মাহিগঞ্জ চায়না টকিজ পর্যন্ত হাইওয়েতে অটোরিক্সা চালোনো প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় মেয়র মহোদয় বলেন যে, নগরীর মডার্ণ মোড় হতে সিও বাজার এবং মডার্ণ মোড় হতে মাহিগঞ্জ চায়না টকিজ পর্যন্ত	সিদ্ধান্ত :ড: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে, নগরবাসীর সুবিধার্থে শহরে অটো চলাচল নির্বিঘ্নে করার জন্য নগরীর মডার্ণ মোড় হতে সি ও বাজার মডার্ণ মোড় হতে মাহিগঞ্জ চায়না টকিজ পর্যন্ত হাইওয়েতে নির্বিঘ্নে অটোরিক্সা চলাচল করার অনুমতির জন্য পুলিশ কমিশনারকে পত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	হাইওয়েতে অটোরিক্সা চলাচল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	
	আলোচ্য বিষয় নং ঢ) বাসা বাড়ীর হোল্ডিং নাম খারিজ বিষয়ে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মীর জামাল উদ্দিন বলেন যে, বাসা/ বাড়ীর হোল্ডিং নাম খারিজ ফি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এতে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় হবে। এ বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত: ঢ:সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে হয়ে বাসা/বাড়ির হোল্ডিং নাম খারিজ ফি নির্ধারণ করেন। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বাসা/ বাড়ীর হোল্ডিং নাম খরিজ ফি -৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং ক্রয় সূত্রে বাসা/ বাড়ীর হোল্ডিং নাম খারিজ ফি ১০,০০০/- (দশ) হাজার টাকা আগামী জানুয়ারী/২০২০ হতে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-ণ) চওড়া হাট বাজারে ল্যাট্রিন ও জমচড়া বাজারে একটি ড্রেন নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান মাফু বলেন যে, চওড়া হাট বাজারে কোন ল্যাট্রিন না থাকায় চওড়া হাট বাজারে ল্যাট্রিন তৈরী করার জন্য আলোচনা করেন। এছাড়া জমচড়া বাজারে একটি ড্রেন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।	সিদ্ধান্ত: ণ: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে উক্ত জায়গা দুটির প্রাক্কলন প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ত) বাস টার্মিনাল মৎস্য আড়ৎ সংস্কারকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা - সভায় উপস্থিত ২২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মিজানুর রহমান মিজু বলেন যে, টার্মিনাল মৎস আড়ৎটি রংপুর শহরের একটি বড় মৎস্য আড়ৎ। কিন্তু আড়ৎটির অবস্থা খুবই খারাপ। আড়ৎটি জরুরী ভত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত: ত: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মৎস্য আড়ৎটি জরুরীভাবে সংস্কারের জন্য বলেন। আড়ৎটির কিছু অংশ আগে এবং কিছু অংশ পরে ভাগাভাগি করে সংস্কার করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং থ): রামপুরা জহুরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ১৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুল গফ্ফার বলেন যে, রামপুরা জহুরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা অত্যন্ত কম। তাদের বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত: থ: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রামপুরা জহুরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮(আট) জন শিক্ষক / শিক্ষিকাদের মাসিক বেতন পূর্বে ছিল মোট ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং বর্তমানে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে ৮ (আট) জনের মোট ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং দ): সিটি কর্পোরেশনাধীন মেডিকেল মোড় গণশৌচাগার ইজারার প্রদত্ত দর কমানোর জন্য ইজারাদার জনাব মোঃ পারভেজ হোসেন (পলাশ) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচনা। আলোচনা- সভায় উপস্থিত ১৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আমিনুর রহমান বলেন যে, সেটি কর্পোরেশনাধীন মেডিকেল মোড় গণশৌচাগার এর ইজারার প্রদত্ত মূল্য ৫০% কমানোর জন্য ইজারাদার জনাব মোঃ পারভেজ হোসেন পলাশ আবেদন করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত: দ: সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে মোট পাওনা ৪,৫৪,০০০/- (চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকার মধ্যে ৫০% ২,২৭,০০০/- (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং ধ) সিটি গভারন্যান্স প্রকল্পের সংশোধিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (চজঅচ) ২০১৯-২০২০ অনুমোদন প্রসঙ্গে। আলোচনা - সভায় সংশোধিত দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (চজঅচ) ২০১৯-২০২০ অনুমোদন বিষয়ে বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন এবং বার্ষিক দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (চজঅচ) ২০১৮-২০১৯ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত: ধ::সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সংশোধিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (চজঅচ) ২০১৯-২০২০ অনুমোদন করেন ও চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত দেন এবং বার্ষিক (চজঅচ) প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী, ৯ নং ওয়ার্ড
	সদস্য	জনাব মোছাঃ নাছিমা আক্তার, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং -১
	সদস্য	জনাব মো: লাইকুর রহমান নাজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং -১০
	সদস্য	জনাব মো: মাহাবুব মোর্শেদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড -৩২
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: হাবিবুর রহমান, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৫/০৯/২০১৯	১. গত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রসংগে।	সিদ্ধান্ত-১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ পূর্বক কোনপ্রকার সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	২. ২০২০-২০২১অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রসংগে।	সিদ্ধান্ত-২: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, এবারের২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক বাস্তবসম্মত। অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট যেন টেকসই,উন্নয়নমূলক ও বাস্তবমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয় সেজন্য সকলে নিকট থেকে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাজেট যেন জনগণের কাঙ্খিত আশা পূরণ করতে পারে সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।
	৩. সিটি কর্পোরেশনের নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিজনেস প্রপোজাল আকারে কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপন।	সিদ্ধান্ত-৩: সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সম্ভাব্য নতুন নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০১৬ সালের মডেল ট্যাক্স শিডিউল মোতাবেক ছোট-বড়-মাঝারি নানা রকমের উৎসে করারোপরে মাধ্যমে কর্পোরেশন আয় করছে। এছাড়া, ভিসা প্রসেসিং কারবারিদের নিকট হতেও ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। সভায় আরো নতুন আয়ের উৎস খোজার জণ্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত খাতগুলো হলো- এপার্টমেন্ট ব্যবসার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, রেষ্ট হাউজ নির্মান ও পরিচালনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মান সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয় বৃদ্ধি করণ, সুপেয় পানি বোতলজাত করণ ও বিপনন এবং ডেভেলপার কোম্পানীর মাধ্যমে মার্কেট নির্মান ইত্যাদি। এসকল বিষয়গুলো কর্পোরেশনের মাসিক সভায় উত্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৪. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সিচুয়েশন এনালাইসিস এসেসমেন্ট অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স সম্পর্কিত টার্গেট ও আদায়ের পর্যালোচনা	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত – ৪: সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট হোল্ডিং ট্যাক্স এর ডিমান্ড এর পরিমাণ১০,১০,০০০০০টাকা। আদায় হয়েছে৬,৬৪,৪৯,২৪০ টাকা। ৬৫.৭৯%
	৫. অন্যান্য উৎস ও নন ট্যাক্স রেভিনিউ হতে আয় ও আদায়ের পর্যালোচনা	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত -৫: কর্পোরেশনের অন্যান্য উৎস ও নন ট্যাক্স রেভিনিউ হতে ডিমান্ড ও আয়ের চিত্র তুলে ধরেন সহকারি হিসাব রক্ষক যাতে ডিমান্ড ধরা হয়েছে-৪৩,৫১,৯১,০০০/- টাকা আর আদায় হয়েছে-(৩৩,৮২,৫১,৫৭২/- টাকা।) হাটবাজার থেকে আয় হয়েছে-৪,৩৯,৯৭,৯৫৪/-টাকা। লাইসেন্স থেকে আয় হয়েছে-২,৬৮,৯২,৬৭৫/- টাকা। সভায় অন্যান্য কি কি ট্রেড এর উপর ট্যাক্স আরোপ করা যায় সে সকল বিষয় অনুসন্ধান পূর্বক করারোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৬. বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিল এর কপি প্রাপ্তি নিশ্চিত করে তা প্রতি মাসে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিশোধ করা	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৬: সভায় আলোচনা হয় যে সকল বিদ্যুৎ ও পানির বিল বকেয়া রয়েছে সেগুলো যথাসময়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। বাকীগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে যথাসময়ে বিলের কপি না পাওয়ায় বকেয়া থেকে যায়। সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণ বিল পাওয়ার সাথে সকল বকেয়া-পাওয়া পরিশোধ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
	৭. বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ বিষয়ে আলোচনা	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৭: সভায় জানানো হয়, কর্পোরেশন শুধুমাত্র বিএমডিএফ থেকে লোন গ্রহণ করেছে এবং এর পরিমাণ-১,৬৫,৫৫,৯১২/-টাকা। এর মধ্যে -১,০২,২৬,৭২৫/-টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বকেয়া রয়েছে ৬৩,২৯,১৮৭/- টাকা যা যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে।

	৮. ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে নতুন নতুন উৎস সৃষ্টিকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৮: সভাপতি মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী এর এক প্রশ্নের জবাবে হাট-বাজার শাখা প্রধান বলেন আগামী সভায় ১৪২৬ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন হাট-বাজার, জলাশয়, পুকুরসমূহ ইজারার অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
	৯. বিবিধ।	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৯: অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা আরও কার্যকর করার জন্য দাগাদা দেওয়া হয় এবং সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: মাহবুবার রহমান মঞ্জু কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ২১
	সদস্য	জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিল-৭
	সদস্য	জনাব মো: হারুনুর রশীদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭
	সদস্য	জনাব মো: মাহমুদুর রহমান টিটু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৯
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: আইয়ুব আলী সরকার, শাখা প্রধান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২১-০৭-২০১৯	১. শহরের বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন প্রসঙ্গে ২. পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সরবরাহ প্রসঙ্গে ৩. ২১ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক মডেল কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ৪. বিবিধ।	১. নগরীর গুরুত্বপূর্ন মোড়ে ডাস্টবিন স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। ২. প্রতি দুই মাস পর পর পরিচ্ছন্ন সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধন্ত গ্রহণ করা হয়। ৩. জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে উল্লিখিত ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা কাজের মনিটরিং করার লক্ষ্যে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করা হয়।
০৫-১০-২০১৯	১. বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ২. পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের লোকবল ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রসংগে ৩. জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের চলমান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রসংগে। ৪. মশক নিধন কার্যক্রম প্রসংগে। ৫. বিবিধ।	১. সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণীটি পাঠ করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। ২. সভায় নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জামাদি পর্যাপ্ত নয় অবহিত করা হয়। লোকবল ও সরঞ্জাম না থাকায় নাগরিকদের কাঙ্খিত সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে একটি সুপারিশ সাধারণ সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের কার্যক্রমের অগৃগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেহেত সিটি কর্পোরেশনের জনবল কম এবং সরঞ্জামাদির কারণে প্রযোজনীয় সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাই এলাকার নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণে এবং নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্কুলগুলোতে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২১ নং ওয়ার্ডের ২টি স্কুলকে বাছাই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট শাখাকে কার্যক্রম শুরু করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ৪. নগরের মশার বৃদ্ধিতে মশক নিধন কার্যক্রম আরো জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাকে তাগাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৫-০২-২০২০	১. বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। ২. পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে এনজিও ও অন্যান্য বেসরকারী কোম্পানীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন	১. সভায় বিগত কার্যবিবরণী সকলের অনুমোদনের জন্য পাঠ করা হলে কারোর কোন আপত্তি না থাকায় তা অনুমোদন করা হয়। ২. সভায় আলোচনা হয় যে, যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের সীমিত

	জোরদারকরণ প্রসংগে। ৩. জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের চলমান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রসংগে। ৫. বিবিধ।	আয়ে নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় বিন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা সম্ভব নয়, তাই রংপুরে অবস্থিত বিভিন্ন কোম্পনীর সাথে নিবিড় সমন্বয় সাধন পূর্বক আলোচনার মাধ্যমে সরঞ্জামাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আলোচনা হয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া ময়লা রাখার বিন আরো প্রয়োজন। এভাবে সম্ভাব্য অন্যান্য উৎস থেকে ময়লার বিন সংগ্রহ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. সভায় জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের চলমান গুচ্ছ গুচ্ছ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড পরিচ্ছন্ন রাখার এ কার্যপ্রক্রিয়া সন্তোষজনক হওয়ায় কর্পোরেশনের অন্যান্য ওয়ার্ডে কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়।

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্থায়ী কমিটি

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: আব্দুল গাফ্ফার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৭
০৩	সদস্য	মোছাঃ নাজমুন নাহার, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর -১১
০৪	সদস্য	জনাব মো: লাইকুর রহমান নাজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১০
০৫	সদস্য	মোছাঃ সাহেদা বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড -৫
০৬	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: মাহবুব, শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
০৪/০৯/২০১৯	১ নং আলোচ্য সূচিতে সভাপতি মহোদয় বিগত সভার কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গত সভার কার্যবিবরনীর উপর কোন সংযোজন,বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নাই মর্মে অবহিত করেন।	কার্যবিবরনীতে কোন সংযোজন বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাবনা থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরন করা হয়।
	২ আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লাইকুর রহমান নাজু বলেন যে, রংপুর সিটিকর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সুবিধাবঞ্চিত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ডেঙ্গু ভাইরাস এর ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে থাকায় সম্মানিত কাউন্সিলর গণ যদি তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে একযোগে মশা মারার ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থাসহ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সকলের সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকার	ডেঙ্গু একটি ভয়ংকর ভাইরাস তাই এই ভাইরাস নিধন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

	বিষয়ে মতবিনিময় ব্যবস্থা করতেন তাহলে ভাইরাস জনিত অসুখ থেকে ঐসব এলাকার জনগন রক্ষা পেতেন। ১১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাবা নাজমুন নাহার বলেন ইদানিং লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে কিছু অবিবেচক ব্যবসায়ী চানাচুর বিস্কুট চকলেট ও চিপস এর সাথে পানবিড়ি সিগারেট গুল এর মতো নেশা জাতিয় দ্রব্যাদির দোকান দিয়ে বসেছে যা কোমলমতি ছাত্র ছাত্রিদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তিনি আরো বলেন যে, সুবিধা বঞ্চিত বিদ্যালয় গুলোর ভিতরে বিদ্যালয় চলাকালিন সময় কিছু সংখ্যাক কর্মকর্তা কর্মচারী , শিক্ষক শিক্ষিকা পান বিড়ি সিগারেট ও গুল এর মতো নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে থাকেন। ফলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। এ বিষয় কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করলে তিনি উক্ত বিষয় গুলো নিয়ে মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হবে বলে জানান।	
	৩ নং আলোচ্য সূচিতে ১০ ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ লাইকুর রহমান বলেন যেহেতু আমরা জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব করছি তাই প্রতিটি জনগনের স্বাস্থ্য সেবা সহ সকল প্রকার সমস্যার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন, বিধায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহ সংশ্লিষ্ট	খাবার দোকানে অভিযান চলমান রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
১৫/১২/২০১৯	১ নং আলোচ্য সূচিতে সভাপতি মহোদয় বিগত সভার কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গত সভার কার্যবিবরনীর উপর কোন সংযোজন ,বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নাই মর্মে অবহিত করেন।	কার্যবিবরনীতে কোন সংযোজন বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতি ক্রমে দৃঢ়ীকরন করা হয়।
	২ নং আলোচ্য সূচী মোতাবেক সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্মানিত কাউন্সিলর জনাবা নাজমুন নাহার সভার এজেন্ডা অনুযায়ী তিনি বলেন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কি ভাবে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা করা যায় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং নিরাপদ খাদ্য সবার জন্য নিশ্চিত করনের লক্ষে স্ব-স্ব ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের সমন্বয়ে প্রতিটি হোটেল রেস্তরা সহ ছোটো খাটো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গরে ওঠা	প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে নিয়ামিত আলোচনা করতে হবে যাতে তারা তাদের ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়মিত নিরাপদ খাদ্য বিষায়ক শিক্ষা দিতে পারেন।

	চা বিস্কুটের দোকানদারদের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা করা প্রয়োজন।তিনি আরো বলেন যেহেতু শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড তাই শিশু থেকে বড় সবাইকে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বাথরুম ব্যবহারের নিশ্চিত করনের ব্যবস্থ্যা করতে হবে। সম্মানিত কাউন্সিলর মোঃ লাইকুর রহমান নাজু বলেন যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে যাতে কোন ওয়ার্ডে বাল্য বিবাহ না হয়,উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা যাতে লেখা পড়া,খেলাধুলা ছেড়ে অসামাজিক বা রাষ্ট্র বিরোধি কোন কার্যকলাপের সাথে জড়িত হতে না পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।	
	৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাবা মোছাঃ শাহেদা বেগম বলেন যে নিরাপদ খাদ্যের লক্ষে ১৯ নং ওয়ার্ডের ৭৫ টি রেষ্টুরেন্টে এর অভিজান পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য বিষায়ক স্থায়ী কমিটি,স্বাস্থ্য ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও নাগরিকদের নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন সহ আগামী ৩ মাসের মধ্যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।	যেহেতু স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল তাই রংপুর নগরীকে ভেজাল মুক্ত খাবার সরবরাহ সহ দুই মাস অন্তর অন্তর সকল প্রতিষ্ঠানে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালোনা করা।
	সকলের আলোচন শেষে সভপতি মাহাদ্বয় উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলেন যে যাতে আগামিতে প্রত্যক ওয়ার্ডের একটি বা দুইটি করে স্কুল রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন এবং তিনি আরও বলেন যে সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দের সমন¦য়ে দুই মাস অন্তর অন্তর প্রতিটি খাবার দোকান , তরকারীর দোকান, মাছ মাংসের দোকানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ভেজাল মুক্ত কিনা সে বিষয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য চলতি মাসের মাসিক মিটিংয়ে উক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করা সহ বাস্তবায়ন করার জন্য মেয়র মহাদ্বয়কে অনুরোধ করবেন।	খাবার দোকানে অভিযান চলমান রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিল, ওয়ার্ড নং ২০
	সদস্য	মোছাঃ ফরিদা বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ১০
	সদস্য	জনাব মো: ফজলে এলাহী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩
	সদস্য	জনাব মো: সামছুল হক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ৩১
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৯/০৮/২০১৯	বিগত সবার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, রংপুর সিটি কর্পোরেশন গত ২১/০৩/২০১৯ ইং তারিখের কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়জন বা সংশোধনের প্রস্তাব নেই মর্মে অবহিত করেন।	কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনাঃ কমিটির সদস্য সচিবের ভাষ্য অনুসারে রংপুর মহানগরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গেজেট নোটিফিকেশন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	গেজেট নোটিফিকেশনের বিষয়ে মন্ত্রনালয়ে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এ্যাকশন এরিয়া প্লান প্রণয়ন ও মাস্টার প্লান গেজেট প্রকাশের জন্য তাগাদা পত্র প্রদান এবং যোগাযোগের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়।
	নাগরিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনাঃ কমিটির সভাপতির সুপারিশক্রমে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, অন্যান্য ওয়ার্ড এলাকায় বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা, উদ্যান নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সভার সদস্যগণের সহযোগীতা চলমান রাখাসহ সিপিইউ এর কার্য বিবরণী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপরোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগীতা চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিপিইউ কমিটি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি যৌধ সিদ্ধান্তে নাগরিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
	পরামর্শ প্রদানঃ বিভিন্ন প্রকার কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনকে পরামর্শ প্রদান করা ও চলামান প্রকল্প বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা প্রদান চলমান রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আলোচনা শেষে পরামর্শ প্রদান চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	অবকাঠামো তালিকা প্রণয়নঃ সিটি কর্পোরেশনের আওতধীন সকল জনবল, অবকোঠামো ও আসবাবপত্রের তালিকা প্রণয়ন, বেইজ ম্যাপ, প্রস্তুতকরণ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়।	তালিকা প্রণয়নের কাজ চলমান এবং ৯৩% অবকাঠামোর তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে।
	ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মানঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মানাধীন সকল ইমারত এর অনুমোদন ও অনুমোদন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বিল্ডিং কোড ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতা ও বিল্ডিং কোড মানিয়ে ইমারত নির্মাণ করার বিষয়ে হনগণকে উদ্ধুদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	পরিবীক্ষন কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে ইমারত অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।
	কো-অপ্টঃ কার্য বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন কাজের সমন্বয়ের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণকে সিজিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের সহযোগীতার জন্য কো-অপ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক্ষেত্র বিষয়ে কো-অপ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বিগত সবার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী	কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

	কমিটি, রংপুর সিটি কর্পোরেশন গত ২১/০৩/২০১৯ ইং তারিখের কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংযোজন, বিয়জন বা সংশোধনের প্রস্তাব নেই মর্মে অবহিত করেন।	

(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: মোক্তার হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৯
০৩	সদস্য	জনাব মো: হারুন-অর-রশিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭
০৪	সদস্য	মোছা: ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিল ৭
০৫	সদস্য	জনাব মো: মামুনুর র্রশিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৮
০৬	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: হাবিবুর রহমান, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৫/০৯/২০১৯	আলোচ্য বিষয়াবলীঃ ১। ১৭/০৬/২০১৯ইং সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রসঙ্গেঃ ২। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর অন্যান্য উৎস ও Non-Tax Revenue হতে ডিমান্ড ও আদায়ের পরিমান জানতে চান জনাব, মোঃ মাহবুব মোর্শেদ, ওয়ার্ড নং-৩২ এর প্রেক্ষিতে সহকারী হিসাব রক্ষক বলেন (২০১৯/২০) বাজেটে মোট ডিমান্ড ধরা হয়েছে ৬১,৯০,৭৭,৫৪৮/- যা হতে প্রথম কোয়ার্টার মোট আদায় হয়েছে-(১,০৫০,৩৩,৪৮৩/-) প্রথম কোয়ার্টার ১,০৫০,৩৩,৪৮৩/- যাহার শতকরা আদায়ের পরিমান-৬৭.৮৬%। মোছাঃ নাছিমা আক্তার, কাউন্সিলর সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১,২,৩ এর এক প্রশ্নের জবাবে, হাট বাজার শাখা প্রধান, বলেন চলতি অর্থ বছরের ২০১৯/২০ ইং মোট ডিমান্ড এর পরিমান ৫,৫০,০০,০০০/- টাকা তা হতে প্রথম কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে-১,৯৩,৬২,৭৬৯/- ৩২.২০%। বঙ্গাঃ ১৪২৬পর্যন্ত মোট আদায় -৩,৪৮,৮৭,৮৫৫/- যাহার শতকরা আদায়-৬৩.৪৩% (বিঃদ্রঃ সিটি কর্পোরেশনের সকল হাট-বাজার, বাস-ট্রাক স্ট্যান্ড, সাইকেল স্ট্যান্ড, খেয়া ঘাট, জল মহল, পুকুর, যে সব স্থাপনা লিজ এর আওতায় সে গুলি কে ১৪২৬ বঙ্গাঃ এর জন্য	সভায় গত অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ পুনরায় আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত সাপেক্ষে কমিটির সম্মনিত সদস্যগণের সম্মতি ক্রমে তা সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তঃ কোন কোন ট্রেড এর উপর ট্যাক্স আরোপ করে নগর কর বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে যথাযথ নজর রাখতে হবে।

	শতকরা ৬% হারে বৃদ্ধি ইজারা দেওয়া হয়।) ৪। বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিল এর কপি প্রাপ্তি নিশ্চিত করে তা প্রতি মাসে সিসি কর্তৃক পরিশোধ করাঃ জনাব মোছাঃ নাছিমা আক্তার, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১,২,৩ এর এক প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিল প্রাপ্তি পরিশোধ প্রতি মাসে করা হয় কি না জানতে চাইলে বিদ্যুৎ এর দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন-	বিদ্যুৎ বিল তথ্যঃ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, প্রথম কোয়ার্টার-১৯/২০ইং মোট প্রাপ্ত বিলের পরিমান-১৩,৫৯,২০৬/- টাকা, মোট পরিশোথিত টাকার পরিমান ১৩,৫৯,২০৬/- (তের লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তুই শত ছয়) টাকা যাহা পরিশোধ করা হয়েছে। টেলিফোন বিল তথ্যঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৪ টি টেলিফোন বিল এর বিপরিতে , জুলাই হতে সেপ্টেম্বর (প্রথম কোয়ার্টার১৯-২০ইং)-১৯ ইং পর্যন্ত মোট ২২,২৩২/- পরিশোধ করা হয়েছে।
	৫। বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ বিষয়ে আলোচনাঃ	সিজিপি জাইকা প্রতিনিধি মোঃ শাহাদৎ হোসেন (ফাইনানসিয়াল ফেসিলিটেটর) বলেন সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক শৃঙ্খলা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাওনা সমুদয় বকেয়া দেনা পরিশোধ করা খুবই প্রযোজনীয়। তার এর এক প্রশ্নের মোঃ হাবিবুর রহমান (প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা) বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন শুধু বিএমডিএফ এর নিকট হতে মোট গৃহীত লোন) আসল অর্থের পরিমাণ ২,৫১,৮০,৩১২/- টাকা প্রথম কোয়ার্টার ২০১৯-২০ ইং এর বিএমডিএফ এর ঋণের কিস্তির টাকা যথা সময়ে ৫,৯২,১০৪/- টাকা (চলতি কিস্তি ৫,৯২,১০৪/- পরিশোধ করা হয়েছে) সুদ ছাড়া গৃহীত ঋনের মোট পরিমান ২,৫১,৮০,৯১২/- সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং পর্যন্ত মোট পরিশোধের পরিমান-২,৪০,১৬,৮৪৯/- অবশিষ্ট রয়েছে-১১,৬৪,০৬৩/-, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমান ৫,৯২,১০৪/-।
	৬। ১৪২৬ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন হাট বাজার, জলাশয়, পুকুর সমুহ ইজারা প্রদান প্রসঙ্গেঃ সভাপতি, মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী এর এক প্রশ্নের জবাবে, হাট বাজার শাখা প্রধান বলেন আগামী মিটং এ নতুন করে ১৪২৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন হাট বাজার,	সিদ্ধান্তঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

	জলাশয়, পুকুর সমূহ ইজারার অনাদায়ি টাকা দ্রুত উত্তলোনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়, এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন হাট বাজার, জলাশয়, পুকুর সমূহ ইজারা প্রদানের ১৪২৬ বঙ্গাব্দের মোট দাবীর পরিমান – ৫,৫০,০০,০০০/- প্রথম কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে-১,৯৩,৬২,৭৬৯/- ৩২.২০% । বঙ্গাঃ ১৪২৬ পর্যন্ত মোট আদায়-৩,৪৮,৮৭,৮৫৫/- যাহার শতকরা আদায় ৬৩.৪৩% । ৭। ২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছরের প্রাক বাজেট প্রনয়ন প্রসঙ্গে- আলোচনাঃ বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায়, সভায় জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী, ওয়ার্ড নং-৯, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, অত্র সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৯/২০ অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রস্তুতি ও প্রনয়ন করার বিষয়ে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মহাঃ হাবিবুর রহমান কে ড্রফ বাজেট প্রস্তুত করে আগামী মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান। সভায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৯/২০ ইং অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আলোচনায় খাতওয়ারী সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে তিনি জোরাল ভাবে বলেন। এবং তিনি ২০১৯/২০ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট যেন টেকসই উন্নয়ন মূলক ও বাস্তবমূখী বাজেট প্রনয়ণ সম্ভব হয় সে জন্য সকলের নিকট হতে আন্তরিক সহযোগীতা চান।	সিদ্ধান্তঃ বাজেট যেন জনগনের কাঙ্খিত আশা পুরন করতে পারে সে জন্য সভায় সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মান ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

নগর অবকাঠামো নির্মান ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: মোখলেছুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫
০৩	সদস্য	জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২০
০৪	সদস্য	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩৩
০৫	সদস্য	জনাব মো: মুনতাসির শামীম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৮
০৬	সদস্য	মোছা: জামিলা বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ৪
০৭	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: আজম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী

(৭)পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি

পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: নুরুন্নবী ফুলু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৫
	সদস্য	মোছা: বিলকিস বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিল ২
	সদস্য	জনাব মো: মাহবুবার রহমান মঞ্জু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২১
	সদস্য	জনাব মো: মাহফুজার রহমান মাফু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৭
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী

(৮) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মোছা: নাছিমা আক্তার, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ১
	সদস্য	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায়, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৪
	সদস্য	মোছা: সুইটি বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ৩
	সদস্য	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: সেলিম, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি'র সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
০৯/০১/২০২০	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাই কর্পোরেশনের মাসিক সভায় উত্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার নির্মানের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে সিটি কর্পোরেশনে এখনো উন্নতমানের পার্ক নেই। কিন্তু নাগরিকদের বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই একটি আধুনিক পার্ক স্থাপনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: আমিনুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ১৬
	সদস্য	মোছা: মনোয়ারা সুলতানা মলি, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ১০
	সদস্য	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১
	সদস্য	জনাব মো: জয়নুল আবেদীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১১
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: মাহবুব, শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটির আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২৩/১০/২০১৯	বিগতসভারকার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ সভাপতিমহোদয়বিগত ০৫/০৩/২০১৮ তারিখেরকার্যবিবরণীরউপরকারো কোন মতামত আছেকিনাজানতেচাইলেসভায়উপস্থিত সদস্যগন গত সভারকার্যবিবরণীরউপর কোনসংযোজন, বিয়োজনবাসংশোধনেরপ্রস্তাবনা এইমর্মে অবহিতকরেন।	কার্যবিবরণীতে কোনসংযোজন, বিয়োজনবাসংশোধনেরপ্রস্তাবনা থাকায়তাসর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণকরাহয়।
	জাতীয় শিশুদিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন আয়োজন সভায় মহান স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ ২০১৯ উৎযাপন উপলক্ষে র‌্যালী ও জাতির জনকের স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ অর্পন ও আলোচনাসভারপক্ষেউপস্থিত সভ্যগনবিস্তারিতআলোচনাকরেনএবং ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকীউপলক্ষেসিটিকর্পোরেশনেঅবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়এরশিক্ষার্থীদেরনিয়ে ১৩আগষ্ট/২০১৯ খ্রিঃতারিখেরচিত্রাংকনপ্রতিযোগিতাআয়োজনেরবিষয়েমতামত ব্যক্ত করেন। ০৪ (চার) টিগ্রুপেচিত্রাংকনবিষয়েপ্রতিযোগিতাহয়এবংবিজয়ীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার প্রদানকরাহয়েছে।	মহান স্বাধীনতাদিবস ২৬ মার্চ/২০১৯ উপলক্ষের‌্যালি, স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পমালাঅর্পণ, ও আলোচনাসভারসিদ্ধান্তসর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১৫) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

স্থায়ী কমিটির সদস্য

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: রবিউল আবেদীন রতন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ১২
	সদস্য	মোছা: সুইটি বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর নং ৩
	সদস্য	জনাব মিজানুর রহমান মিজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২২
	সদস্য	জনাব মো: রহমতুল্লা বাবলা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২৮
	সদস্য	জনাব মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৯
	সদস্য	জনাব মো: সামছুল হক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩১
	সদস্য	জনাব মীর মো: জামালউদ্দীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২৪
	সদস্য	জনাব মোছা: হাসনা বানু, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ৮
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: সেলিম মিয়া, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
০৮/০১/২০২০	বিগত সভার কার্যবিবরনী পঠন ও অনুমোদন সভাপতি জনাব মো:রবিউল আলম রতন গত কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ আপত্তি নাই মর্মে মত করেন।	সর্ব সম্মতিক্রমে বিগত সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।
	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা: সভাপতি জনাব মো:রবিউল আলম রতন বলেন ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যটন সিটি গভারন্যানস প্রকলপ মোট ৪৫০টি ল্যান্টিন নির্মানের কাজ সমাপ্ত করে যার বিপরীতে ২ কোটি ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪ শত ২৩ টাকা ব্যয় হয়। ১০টি বস্তিতে ৩০০০	সভায় সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সিটি গভারনেন্স প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষে মনিটরিং জোরদার করা, প্রকৃত দরিদ্র সদস্যা কে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক ঋণ প্রদান নিশ্চিত করন এবং সকলকে দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে সঠিক সময় কার্যাদি সম্পাদন করার বিষয়ে আলোকপাত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	হাজার পরিবারের মধ্যে ১৪৮৪ জন সদস্যাকে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫ শত টাকা ক্ষুদ্র ঋন বিতরন করা হয়। এছাড়া এ পর্যন্ত ৯০ জন সদস্যাকে আইজিএ প্রশিক্ষন (দর্জি ও বিউটি পার্ল্লার) দেয়া হয়।এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি করা হয়। পাশাপাশি বস্তিতে বস্তিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন ২০১৯-২০২০ ইং বছরের জন্য ২,৫০,০০০/টাকা ভৌত কার্যক্রম এবং ২,৫০,০০০/টাকা ঋন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প থেকে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং খুব শিঘ্র উকÎ টাকা স্ব স্ব কাজে ব্যয় করা হবে। প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাহ্য সেবার মান উন্নয়নেও ব্যাপক আলোচনা করা হয়।	প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাহ্য সেবার মান উন্নয়নকে আরো বেগবান করতে হবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৭) নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, মেয়র
	সভাপতি	জনাব মোছা: হাসনা বানু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮
	সদস্য	জনাব মো: আমিনুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬
	সদস্য	জনাব মো: আব্দুল গাফ্ফার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭
	সদস্য	জনাব মোছা: বিলকিস বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মোছা: রেহেনা আখতার, উচ্চমান সহকারী, শিক্ষা শাখা

স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২০/১০/২০১৯	বিগত সভার কার্যবিবরনী দৃঢ়ীকরণঃ সভাপতি মহোদয় বিগত সভার কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন মাতামত আছে কিনা জানতে চাইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগন গত সভার কার্যবিবরনীর উপর কোন সংযোজন ,বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব নাই মর্মে অবহিত করেন।	কার্যবিবরনীতে কোন সংযোজন বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরন করা হয়।
	সিটি কর্পোরেশন এলাকার নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণঃ সভাপতি মহোদয় ২ নং আলোচ্য বিষয়ে আলোচনান্তে বলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকার সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবারের	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবারের মহিলাদের আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ডে হতদরিদ্র নারীদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সিজিপি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋন প্রদান এবং প্রদানকৃত ঋনের টাকা দিয়ে নারীদের হস্ত ও কুটির শিল্প কাজে

	নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে আমাদের সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে। নারীদেরকে পুরুষের পাশা পাশি আর্থ-সামাজিক ভাবে সাবলম্বি করে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরনই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই অসহায় নারীদের মধ্যে প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋন প্রদান এবং ঋনের টাকা কিভাবে বিনিয়োগ করতে হবে তার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সাবলম্বি করে তোলার নিমিত্তে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।	সম্পৃক্ত করে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে বলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০. নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা

ওয়ার্ড ১৯

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ
০৪/৮/২০১৯	• পূর্ববর্তী সভার কাযবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	• বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	• নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ প্রসংগে।	• সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ১৯ নং ওয়ার্ডকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের এলাকা নির্বাচন করে উক্ত ওয়ার্ডের হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বেকারী, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারী দোকান এবং প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	• বিবিধ।	• বিবিধ বিষয়ে আলোচনায় ওয়ার্ডের সামগ্রিক সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করা হয় এবং সমষ্টিগতভাবে মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকলকে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০২/১১/২০১৯	• পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	• বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	• নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রসংগে।	• সভায় স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সভায় নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতি ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। সভায় জানানো হয় যে, ১৯ নং ওয়ার্ডের মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবারের দোকানে মনিটরিং ও পরিদর্শনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হোটেল –রেষ্টুরেন্টগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হচ্ছে। সভায় জানানো হয় যে, জাইকা-সিফোরসি প্রকল্প নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ঢাকায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করবে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্বাস্থ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
	• পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা।	• সভায় ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা হয়। এলাকার সার্বিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এলাকার সংশ্লিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	• ওয়ার্ডের চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসংগে।	• সদস্যগণ ওয়ার্ডের সামগ্রিক অবকাঠামো তথা উন্নয়নের বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সকলকে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
	• বিবিধ।.	
২৫/০২/২০২০	• পূর্ববর্তী সভার কাযবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	• বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

	• নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রসংগে।	• সভায় জোনানো হয় যে, জাইকার-সিফোর প্রকল্পের আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্যানিটারী পরিদর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মনিটরিং ও পরিদর্শনের জন্য একটা মানদন্ড নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো অনুসরণ করেই হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবার দোকানগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শন করা হবে।
	• অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা।	• ওয়ার্ডে চলমান বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারনের উপর আলোচনা শেষে এর কার্যক্রম আরো জোরদার এবং বিন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	• বিবিধ।	

.

ওয়ার্ড ২১

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ
১৬/০৮/২০১৯	• পূর্ববর্তী সভার কাযবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	• বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	• পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা	• সভায় জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাস্তা ও ড্রেন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সভায় ওয়ার্ড কাউন্সিল জনাব মাহবুবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম জোরদার করতে পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজন। এছাড়া এলাকার নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ওয়ার্ডের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা হয়। এলাকার সার্বিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এলাকার সংশ্লিষ্ট সামাজিক -সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	• ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়ন কাযক্রম প্রসংগে • বিবিধ।	• সদস্যগণ ওয়ার্ডের সামগ্রিক অবকাঠামো তথা উন্নয়নের বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সকলকে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
২৮/১১/২০১৯	• পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	• ওয়ার্ডের চলমান পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রসংগে।	• সভায় আলোচনা হয় যে, জাইকা সিফোরসি প্রকল্পের আওতায় ২১ নং ওয়ার্ডের রাস্তা ও ড্রেন পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নাগরিকদের সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় লিফলেট ও অন্যান্য প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট বাজার-দোকানদারদের সমিতি ও কমিউনিটি পর্যায়ে ৫টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে স্কুল ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।
	• ট্যাক্স বিষয়ক আলোচনা।	

	• বিবিধ।	• ট্যাক্স বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ডাব্লিউএলসিসির সদস্যগণ বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে নাগরিকগণ ট্যাক্স স্বপ্রণোদিত হয়ে ট্যাক্স প্রদান করবে।
২৬/০২/২০২০	• পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	বিগত সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
	• ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা ।	• সভায় আলোচনা হয় যে, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক রুটিন কার্যক্রমের পাশাপাশি জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্ডভূক্ত আদর্শপাড়া প্রাইমারী ও আদর্শপাড়া হাইস্কুলে পৃথক পৃথক পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এতে স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এতে জাইকা-সিফোরসি প্রকল্প, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী অংশগ্রহণ করেন।
	• নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় স্কুল বাছাইকরণ সম্পর্কে আলোচনা।	• জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য এলাকা ১টি স্কুল নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	• ওয়ার্ডের আইন শৃংখলা বিষয়ে আলোচনা • বিবিধ।	• ওয়ার্ডের আইন -শৃংখলা রক্ষা ও মাদক এবং অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যৌথ তৎপরতা চালানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওয়ার্ড ২৪

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ
১৫/০৮/২০১৯	• পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	• বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। • সভায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত ২৪ নং ওয়ার্ডে পরিস্কার –পরিচ্ছন্ন বিষয়ক সার্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচ্ছন্ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। সভায় উপস্থিত ডাব্লিউএলসিসির সদস্যগণ আলোচনায় বলেন, ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটা রাস্তাঘাট ও ড্রেন পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা দৃশ্যমান হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রাস্তা ও ড্রেন নির্মান কাজ চলছে। কিন্তু এলাকায় পর্যাপ্ত ময়লা রাখার বিন না থাকায় কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কাউন্সিলর জনাব মীর জামাল উদ্দীন বলেন যে, আমরা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। বিষয়টি মেয়র মহোদয়ের নজরে আছে বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। একই সাথে ওয়ার্ডের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় প্রকল্পের সভায় ওয়ার্ডে আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠক, বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক -সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • সভায় জাইকা সিজিপি প্রকল্প ও এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্ডের চলমান অবকাঠামো প্রকল্প সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অবহিত করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আগামীতে রাস্তাঘাট ও ড্রেন অবকাঠামো নির্মান শেষ হলে নাগরিকগণ এর সুফল ভোগ করবেন।

	• জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা। • ওয়ার্ডে চলমান অবকাঠামো কার্যক্রমের উপর আলোচনা। • ওয়ার্ডে ট্যাক্স ও আইন-শৃংখলা বিষয়ক আলোচনা। • বিবিধ।	• সভায় ওয়ার্ডের চলমান আইনশৃংখলা বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হলে সদস্যগণ এলাকার তরুনদের গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার আহবান জানান। কাউন্সিলর বলেন, নাগরিকদের প্রদত্ত ট্যাক্স দিয়ে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম চলে। এর সুফল নাগরিকগণ ভোগ করেন। তাই সকলকে নিয়মিত ট্যাক্স প্রদানের আহবান জানান।
২৭/১১/২০১৯	পূর্ববতী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। • জাইকা সিফোরসি প্রকল্পের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা। • ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসংগে • বিবিধ।	বিগত সভার কাযবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। • সভায় জানানো হয়, জাইকা সিফোরসি প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্ডে ৩টি উঠান বৈঠক ও ব্যবসায়ীদের সাথে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নাগরিকদের মাঝে পরিচ্ছন্ন বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য লিফলেট ও অন্যান্য প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। এতে করে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় নাগরিকদের ময়লা অপসারণে সুবিধা হয়েছে এবং নাগরিকগণ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় এলাকায় এলাকায় হটলাইন নম্বর ব্যবহারে নাগরিকগণ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে। তবে আরো বেশি এ হটলাইন প্রচারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। • সদস্যগণ ওয়ার্ডের সামগ্রিক অবকাঠামো তথা উন্নয়নের বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সকলবে চলমান কাযক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
২৫/০২/২০২০	• পূর্ববতী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। • ওয়ার্ডে চলমান • বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা। • বিবিধ।	• বিগত সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। • ওয়ার্ডের চলমান বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারনের উপর আলোচনা উপস্থাপন করেন কাউন্সিলর জনাব মীর জামাল উদ্দীন। জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে সুবিধা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে ওয়ার্ড পরিচ্ছন্ন রাখতে এ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পদ্ধতি ফলপ্রসু হবে। সভায় জানানো হয় অত্র ওয়ার্ডের ৪টি বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক জনসচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, লিফলেট বিতরণ, দোকন-ব্যবসায়ীদের সাথে সভা এবং উঠান বৈঠক নিয়মিতভাবে চলছে। সভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের আরো বিভিন্ন স্কুল, কলেজগুলোকে অন্তভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

১০.২ সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএসসিসি) সভা

(জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০)

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ

১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ
২১/০৮/২০১৯	১. বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ ২. রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম চিন্হিত ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা। ৩. সিআইএসসি সংক্রান্ত আলোচনা। ৪. এমসিসি/সিটি কর্পোরেশনের মিটিং এ মোবাইল ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) নিয়ে আলোচনা। ৫. এমসিসির দীর্ঘমেয়াদী (বার্ষিক) পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ বিষয়ে আলোচনা। ৬. সাধারণ মানুষের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সভা সংক্রান্ত আলোচনা। ৭. এমসিসির দীর্ঘমেয়াদী ও বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-১: কাযবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সিদ্ধান্ত-২: রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগ ও শাখাকে ই-গভর্ন্যান্স কাযক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সিদ্ধান্ত-৩: সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের উন্নত সেবা পদানের লক্ষ্যে সিআইএসসি এর রিভিউ ও অপারেশন প্ল্যান আগামী সভায় উপস্থাপন পূর্বক দ্রুত পাশ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত-৪: স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদে বার্তা নাগরিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত-৫: এমসিসির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনে দীর্ঘমেয়াদী (বার্ষিক) পরিরকল্পনা আগামী সভায় পেশ করতে হবে। সিদ্ধান্ত-৬: সভায় সাধারণ মানুষের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সভা আয়োজনের জন্য একটি আনুমানিক বাজেট, সভার বিষয় ও তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত-৭: সভায় এমসিসির দীর্ঘমেয়াদী ও বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক প্রতিবেদন এর নমুনা সর্বসম্মতিক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তী সভায় বাজেটসহ উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম

তারিখ	মূল বিষয়বস্তু	লক্ষিত এলাকা / দল	সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৫/০৯/২০২০	কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেট, ফিস সময়মত পরিশোধ; ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক বৈধ ব্যবসা পরিচালনা; বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মান; রাস্তা ও ড্রেন পরিস্কার রাখা; ট্রাফিক আইন বাস্তবায়ন; পরিচ্ছন্নতা	সিটি কর্পোরেশন এলাকার কর্পোরেশনের নাগরিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থায়ী কমিটির সদস্য/কাউন্সিলর, কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ।	৭০০ জন
প্রচারাভিযানে ব্যবহৃত মাধ্যম ও উপকরণগুলো	১. র‍্যালি ২. মাইকিং ৩. সংবাদ মাধ্যমে প্রচার (সংবাদপত্র ও	সিটি কর্পোরেশন এলাকার কর্পোরেশনের নাগরিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থায়ী কমিটির	

	টেলিভিশন) ৪. ব্যান্ড পার্টি ৫.শ্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট ৬. শ্লোগান সম্বলিত টুপি ৭. ব্যানার ৮. প্ল্যাকার্ড	সদস্য/কাউন্সিলর, কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ।	
প্রচারাভিযানে ব্যবহৃত শ্লোগানসমূহ	নিয়মিত সিটি কর পরিশোধ; ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ব্যবসা শুরু করুন; আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান; ট্রাফিক আইন মেনে চলুন; নর্দমায় ময়লা-আবর্জনা ফেলবেননা; নর্দমার সংগে পয়ঃপ্রনালীর সংযোগ দিবেননা;নির্ধারিত স্থানে ময়লা-আবর্জনা রাখুন; বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; নির্মান সমাগ্রী রাস্তায় রাখবেন না; অনুমোদিত ডিজাইন মেনে ভবন নির্মান করুন;ফুটপাতে দোকান বসাবেননা; হাত ধুয়ে খাবার গ্রহণ করুন; রাস্তা-ড্রেনসহ যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা ফেলবেননা।	সিটি কর্পোরেশন এলাকার কর্পোরেশনের নাগরিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থায়ী কমিটির সদস্য/কাউন্সিলর, কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ।	
প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য	সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো, নাগরিকদের আইন বিষয়ে অবহিত করা এবং তাদের দায়-দায়িত্ব অধিকতর সচেতন করে তোলা		
	সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান র‍্যালি শুরু হওয়ার আগে মেয়র মহোদয় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাবৃন্দ। মেয়র বলেন, নগর পরিস্থিার উন্নয়নে আইনের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। কিন্তু নগরবাসী তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই নগরবাসীদের আইন বিষয়ে অবগত করানো এবং অন্যান্য বিষয়ে নাগরিক সচেতনতার জন্য এধরণের সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।	প্রচারাভিযান র‍্যালিটি সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু হয়ে, পায়রা চত্তর ঘুরে জিলা পরিষদ, ডিসির মোড়, পুলিশ লাইন হয়ে আবার সিটি কর্পোরেশনে এসে শেষ হয়।	

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ প্রতিকার

ক্রম	সেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যাএবং প্রক্রিয়াকরণ	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
	কর এবং ফি	০৩টি	০৩টি	১০০%
	অবকাঠামো	০৩টি	০২টি	৯০%
	পানি সরবরাহ	০২টি	০২টি	১০০%
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০টি	৪৫টি	৯৫%
	গণশৌচাগার	০২টি	০২টি	১০০%
	পাবলিক মার্কেট	০১ টি	০১ টি	১০০%
	ইপিআই	০	০	০%

	সাংস্কৃতিক/খেলাধূলা	০	০	%
	কোভিড-১৯ বিষয়ক	১৩টি	১৩টি	১০০%
	জলাবদ্ধতা	০৫টি	০৩টি	৮০%

* অভিযোগ গ্রহনকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়না অধিকন্তু সংশ্লিস্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগএবং মতামতসমূহ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

অভিযোগ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া/মতামত

(৩) নাগরিক জরিপ-এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল (যদি জরিপ কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে)

সিটি কর্পোরেশনের সেবা বিষয়ে নাগরিক সন্তুষ্টি

যেসকল সেবাসমূহের অধিকতর উন্নতি করা প্রয়োজন

ফটো গ্যালারীঃ

ফটো গ্যালারিঃ

পরিবহনপুলে লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ী সংযোজন

শ্যামাসুন্দরী খাল সংস্কার

বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহের রাস্তা উন্নয়ন

নগরীর প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত পায়রাচত্বরের সৌন্দর্যবর্ধণ

কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল উন্নয়ন

কলাবাড়ী মৌজায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন

০৪ নং ওয়ার্ডস্থ লালপুল ব্রীজ নির্মান

বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহে সড়কবাতি স্থাপন

ড্রেণ সংস্কার

ড্রেণ নির্মাণ

সড়ক উন্নয়ন

ড্রেণ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন

সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মোঃ রুহুল আমিন মিঞা
(আই.ডি নং- ১৫৩৪৬)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০৫২১-৬৪৯৪২
ফ্যাক্সঃ ০৫২১-৫৫৯৭০
ই-মেইলঃ ceo@rpcc.gov.bd